বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন: অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

মু. জাকির হোসেন খান, মহুয়া রউফ ও মাহ্‌ফুজুল হক[১]

১. প্রেক্ষাপট

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে পৃথিবীর যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন তার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। বাংলাদেশের উন্নয়ন, মানুষের জীবন-জীবিকা, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও স্থিতিশীলতা এবং দারিদ্র বিমোচন তথা সার্বিকভাবে নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের প্রতি অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। *বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক* ২০১৩ অনুযায়ী, আগামী ২০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিতে অবস্থানকারী প্রধান দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ (জার্মানওয়াচ, ২০১৩)। এছাড়াও ক্লাইমেট ভালনারেবিলিটি মনিটরিং রিপোর্ট ২০১১-এ শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘূর্ণিঝড়ের কারণে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ বছরে অতিরিক্ত গড়ে ৬ লাখ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে প্রতিবেদনটি পূর্বাভাস দিয়েছে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। ২০১৪ এ প্রকাশিত আইপিসিসি'র ৫ম এসেসম্যান্ট প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে সমুদ্রস্ফীতি জনিত লবণাক্ততা এবং তাপমাত্রার উর্দ্ধগতির ফলে ২০৫০ সালের মধ্যে ধান এবং গমের উৎপাদন যথাক্রমে ৮ শতাংশ এবং ৩২ শতাংশ হ্রাস; ২৮ সে.মি. সমুদ্রস্ফীতি হলে এবং পলি গঠন সে অনুপাতে না হলে সুন্দরবনে বাঘের বিচরণ ভূমির ৯৬% তলিয়ে যাওয়া সহ সামগ্রিক দারিদ্রের হার ২০৩০ এর মধ্যে আরো ১৫% বেড়ে যাওয়ার আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে[২]। উল্লেখ্য, ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের প্রায় ২.৭ কোটি লোক সমুদ্রস্ফীতির ঝুঁকির শিকার হতে পাওে (হুইলার, ২০১১)।

জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপক ঝুঁকি ও ক্ষতির বিষয় বিবেচনায় নিয়ে তা মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র এবং কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) ২০০৯ প্রণয়ন করে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল আইন ২০০৯ এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব জাতীয় রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ)' গঠনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিবেচনায় ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অন্যদিকে এর মাধ্যমে বিসিসিআরএফ এ অ্যানেক্স ভুক্ত এবং অন্যান্য উন্নত দেশসমূহ হতে তহবিল প্রাপ্তির যৌক্তিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে। উল্লেখ্য, অ্যানেক্স-১ ভুক্ত উন্নত দেশ কর্তৃক ক্ষতিপূরণ হিসেবে উন্নয়ন সহায়তার "অতিরিক্ত" ও "নতুন" তহবিল প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ডেনমার্ক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইডেন এবং সুইজারল্যান্ডের আর্থিক সহায়তায় ২০১১ সালে 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড' (বিসিসিআরএফ) গঠন করা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ তহবিল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি ও আইন প্রণয়ন, প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত। উল্লেখ্য বিসিসিআরএফ'র অন্তবর্তী তহবিল ব্যবস্থাপক হিসেবে বিশ্বব্যাংক দায়িত্ব পালন করছে।

১.১ বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়ন

ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো-তে **১৯৯২** সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো সনদ (ইউএনএফসিসিসি) গৃহীত হয়, যা ১৯৯৪ সলে কার্যকর হয়েছে। ইউএনএফসিসিসি'র রাষ্ট্র পক্ষসমূহের সম্মেলনে (কপ) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অন্যান্য বিষয়ের সাথেও জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

[১] টিআইবি'র জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন কর্মসূচীর আওতায় যথাক্রমে সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত

[২] আইপিসিসি ৫ম অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদন, অধ্যায় ২৪ (এশিয়া), পৃ. ১৭-২৩

পরবর্তীতে, কোপেনহেগেন সনদে ঐকমত্য হয় যে, "রাষ্ট্রপক্ষগুলো ন্যায্যতার ভিত্তিতে এবং তাদের সাধারণ কিন্তু পৃথকীকৃত দায়িত্ব অনুযায়ী জলবায়ু সুরক্ষা প্রদান করবে।" উল্লেখ্য, ইউএনএফসিসিসি সনদের ৪.৩, ৪.৪ ও ৪.৭ অনুচ্ছেদ এবং কিয়োটো চুক্তির ১১.২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ''ক্ষতিগ্রস্ত দেশ/পক্ষগুলোর[৩] ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার লক্ষে পূর্ব-সম্মত ব্যয় সম্পূর্ণরূপে মেটানোর জন্য উন্নত দেশ (অ্যানেক্স-১[৪] ও অ্যানেক্স-২[৫]) এবং অন্যান্য উন্নত পক্ষগুলোর দায়িত্ব হবে পর্যাপ্ত পরিমাণ 'নতুন' ও 'অতিরিক্ত' সম্পদের সরবরাহ নিশ্চিত করা"।

জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত (সমুদ্র তীরবর্তী এবং খরাপ্রবণ) সাধারণত উন্নয়নশীল দেশসমূহ (অ্যানেক্স-১ এর বাইরের দেশসমূহ) যারা অভিযোজন ও প্রশমন বাবদ অ্যানেক্স ভুক্ত দেশসমূহ হতে তহবিল গ্রহণ করে থাকে। তবে, তহবিল প্রদানের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের নির্ধারিত ৪৯টি স্বল্পোন্নত দেশ, জলবায়ু পরিবর্তনে যাদের সক্ষমতা কম তাদের বিশেষ বিবেচনা করা হয়। বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সরণি ১: বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ

চুক্তিসমূহ	গৃহীত হওয়ার সন	জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত
ইউএসএফসিসিসি	১৯৯২, ১৯৯৪ থেকে কার্যকর	রিও ডি ঘোষণা - ২৭টি নীতির একটি সমন্বিত রূপ, যার মধ্যে *"ক্ষতিপূরণের দায় দূষণকারীর"* এ নীতি অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ইউএনএফসিসিসি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বৈশ্বিক পরিবেশ সুবিধা (জিইএফ)	১৯৯১ (অন্তবর্তীকালীন); ১৯৯৪ (চূড়ান্ত অনুমোদন)	রিও ঘোষণা অনুযায়ী বৈশ্বিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগতভাবে টেকসই উন্নয়নে সহযোগিতার জন্য বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ১ বিলিয়ন ডলারের কর্মসূচি (১৯৯১-৯৪) গৃহীত হয়।
সিডিএম এবং কিয়োটো প্রটোকল	১৯৯৭ (কপ৩); কিয়োটো, জাপান	আন্তর্জাতিক নির্গমন বাণিজ্য (আইইটি), যৌথ বাস্তবায়ন (জেআই), দূষণমুক্ত উন্নয়ন ব্যবস্থা (সিডিএম) এবং কিয়োটো প্রটোকলের একটি ফসল অভিযোজন তহবিল।
জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষ তহবিল (এসসিসিএফ); স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তহবিল(এলডিসিএফ);	২০০১ (কপ৭); মারাকেশ, মরোক্কো	মারাকেশ চুক্তির অধীন ইউএনএফসিসিসি কর্তৃক অভিযোজন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি, জ্বালানি, পরিবহন, শিল্প, কৃষি, বন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য অর্থায়নে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তহবিল (এসসিসিএফ) এবং জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তহবিল(এলডিসিএফ) প্রতিষ্ঠা;
বালি কর্ম পরিকল্পনা	২০০৭ (কপ১৩); বালি, ইন্দোনেশিয়া	প্রশমন, অভিযোজন, প্রযুক্তি ও অর্থায়ন, এই চারটি উপাদানের উপর ভিত্তি করে বালি রোডম্যাপ নামে পরিচিত বালি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন।
অভিযোজন তহবিল (এএফ)	২০০৮ (কপ১৪) পোজনান, পোল্যান্ড	কিয়োটো প্রটোকলের (কেপি) অধীনে দূষণমুক্ত উন্নয়ন কৌশল (সিডিএম) এর আওতায় কার্বন আদান-প্রদানের উপর ২% লেভি আরোপ এবং অন্যান্য উৎস থেকে অর্থ সংস্থানের মাধ্যমে অভিযোজন তহবিল প্রতিষ্ঠা;
জলবায়ু বিনিয়োগ তহবিল	২০০৮ (কপ১৪)	দূষণমুক্ত প্রযুক্তি উন্নয়ন, অভিযোজন (পিপিসিআর) এবং বনাঞ্চলের জন্য বিশ্বব্যাংক ও এমডিবি'র পরীক্ষামূলক তহবিল (এফআইপ) প্রদান;
কোপেনহেগেন চুক্তি	২০০৯ (কপ১৫), কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক	*কোপেনহেগেন চুক্তি* অনুযায়ী উন্নত দেশগুলো কর্তৃক 'নতুন' ও 'অতিরিক্ত' আগাম অনুমানযোগ্য অর্থায়ন (*ফাস্ট স্টার্ট ফাইন্যান্স হিসাবে* ২০১০-১২ সময়ে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২০ সালের মধ্যে অর্থায়নের পরিমাণ বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা;
গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)	২০১০ (কপ১৬), কানকুন, মেক্সিকো	কানকুন চুক্তির ১১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জিসিএফ প্রতিষ্ঠা। কপ১৭ এ জিসিএফ'র পরিচালনা কৌশল অনুমোদন হয়; কপ১৮ এ দক্ষিণ কোরিয়াকে জিসিএফ'র সচিবালয় করার সিদ্ধান্ত হয়;
সম্প্রসারিত কার্যক্রমের জন্য ডারবান প্লাটফরম	২০১১ (কপ১৭), ডারবান, দক্ষিণ আফ্রিকা	দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়ন পরিকল্পনা ও 'জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনাসমূহ' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত।
অভিযোজন তহবিল ও সবুজ জলবায়ু তহবিল	২০১৩ (কপ১৯) ওয়ারশ, পোল্যান্ড	• অভিযোজন তহবিলের জন্য ১০০ মিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি; সবুজ জলবায়ু তহবিলের সচিবালয় স্থাপন, নির্বাহী পরিচালক নিয়োগ প্রদান এবং তহবিলের কার্যক্রম দ্রুত শুরুর দিকনির্দেশনা।

উৎস*:* ইউএনএফসিসিসি ওয়েবসাইট, জুন ২০১৪ এ সংগৃহীত

সবচেয়ে জলবায়ু বিপন্ন দেশগুলো ন্যায্য এবং পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের দাবির প্রেক্ষিতে ইউএনএফসিসিসিও প্রস্তাব করেছে "অনুদান হিসেবে কিংবা কিছুটা ছাড়ের ভিত্তিতে অর্থ-সম্পদ সংস্থানের একটি ব্যবস্থা যা প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কাজ করবে"। পক্ষসমূহের সম্মেলনের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী এই ব্যবস্থা পরিচালিত হবে এবং তার কাছেই দায়বদ্ধ থাকবে। কাজেই, এর নীতিমালা, কর্মসূচির অগ্রাধিকারসমূহ এবং এটি প্রাপ্তির যোগ্যতা পক্ষসমূহের সম্মেলনই নির্ধারণ করবে। এর পরিচালনার দায়িত্ব বিদ্যমান

[৩] অ্যানেক্স এর বাইরের দেশসমূহ (Non-Annex countries) - https://unfccc.int/parties_and_observers/items/2704.php

[৪] ১৯৯২ সনে ওইসিডিভুক্ত শিল্পোন্নত দেশসমূহ, অর্থনীতির ক্রান্তিকাল অতিক্রমকারী দেশসমূহ (economies in transition- EIT Parties) যেমন, রাশিয়ান ফেডারেশন, বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপীয়ান বিভিন্ন দেশ

[৫] অর্থনীতির ক্রান্তিকাল অতিক্রমকারী দেশের বাইরে ওইসিডিভুক্ত শিল্পোন্নত দেশসমূহ, যারা ইউএনএফসিসি'র ব্যবস্থাপনার আওতায় তহবিল বরাদ্দ করে

এক বা একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থার উপর অর্পিত হবে এবং একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত এই অর্থায়ন কৌশলে সকল পক্ষের ন্যায্য ও সুষম প্রতিনিধিত্ব থাকবে" (অনুচ্ছেদ ১১.১ এবং ১১.২ ইউএনএফসিসিসি, ২০১২)।

১.২ জলবায়ু অর্থায়নে নীতিসমূহ

অর্থায়নের উৎস ও নীতিমালা সম্পর্কে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো যাতে স্পষ্ট ধারণা রাখে ইউএনএফসিসিসি সে ব্যাপারে বেশ গুরুত্বারোপ করে থাকে। কারণ অ্যানেক্স ভুক্ত দেশ কর্তৃক উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরবরাহকৃত অর্থ সম্পদ আগাম অনুমানযোগ্য, টেকসই এবং কোনো ধরনের সমস্যা ছাড়াই সহজে সরাসরি প্রাপ্তিযোগ্য। উন্নয়নশীল দেশগুলোও প্রশমন ও অভিযোজন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে পদ্ধতিতে অর্থ ব্যয় করে তাতে যেন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মানদণ্ড বজায় থাকে সে ব্যাপারেও ইউএনএফসিসিসি জোর দিয়ে থাকে। জলবায়ু অর্থায়নের গুরুত্ব বিবেচনায় বিশেষজ্ঞ এবং অর্থায়ন সংশ্লিষ্টর ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জলবায়ু অর্থায়নে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রস্তাব করছে, যাতে প্রশমন, অভিযোজন, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর, গবেষণা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা করা যায় এবং সে জন্য তহবিল হতে হবে নতুন, অতিরিক্ত, পর্যাপ্ত ও আগাম অনুমানযোগ্য এবং নন-অ্যানেক্স দেশগুলোর জন্য তহবিল সরাসরি প্রাপ্তিযোগ্য (লিয়ান, বোল, ও বার্ড, ২০১১)। এই নীতিসমূহ তহবিল আহরন, তহবিল ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা, তহবিল ছাড়/হস্তান্তর, তহবিল ব্যবহার এবং তদারকি ও নিরীক্ষায় প্রধান নির্দেশিকা হিসেবে বিবেচনা করা উচিৎ।

সারণি ২: জলবায়ু অর্থায়নের নীতিসমূহ

অর্থায়নের পর্যায়	নীতি	নির্ধারক/মানদণ্ড
উন্নয়নশীল দেশের তহবিল প্রাপ্তি	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	প্রদত্ত আর্থিক অনুদান ও তার উৎস জনসমক্ষে প্রকাশ; তহবিলের নিয়মিত নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন।
	দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ	ক্ষতিপূরণ হবে ঐতিহাসিকভাবে সংঘটিত কার্বন নির্গমনের পরিমাণ সাপেক্ষে।
	সক্ষমতা	আর্থিক অনুদান হবে জাতীয় উন্নয়ন চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
	উন্নয়ন সহায়তার অতিরিক্ত	প্রদত্ত তহবিল বিদ্যমান উন্নয়ন সহায়তার 'অতিরিক্ত' ও 'নতুন' হতে হবে।
	পর্যাপ্ততা ও আগাম সতর্কতা	বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ২° সেলসিয়াসের কম রাখার জন্য তহবিলের পরিমাণ হতে হবে পর্যাপ্ত।
	পূর্বানুমানযোগ্যতা	দীর্ঘ সময়ের (কয়েক বছর) জন্য তহবিলের নিশ্চয়তা সম্পর্কে অবগত থাকা।
তহবিল প্রশাসন ও পরিচালনা	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	তহবিল ব্যবস্থাপনা, বোর্ড-কাঠামো, চুক্তি, আর্থিক তথ্য-উপাত্ত, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং অর্থায়নের প্রকৃত সিদ্ধান্ত যথাসময়ে প্রকাশ।
	সুষম প্রতিনিধিত্ব	তহবিল ও তহবিল ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকলের (উন্নত এবং উন্নয়নশীল) দেশের প্রতিনিধিত্ব থাকা।
তহবিল ছাড় ও হস্তান্তর	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	জনসমক্ষে প্রকাশিত মানদণ্ড/দিকনির্দেশনা অনুযায়ী অর্থায়ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রকাশ, নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।
	ভর্তুকি ও জাতীয় মালিকানাবোধ	রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে যতটা সম্ভব ও সমীচীন ততটা স্থানীয় পর্যায়ে অর্থায়ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া।
	পূর্ব সতর্কতা ও সময়ানুবর্তিতা	প্রয়োজনের সময় দ্রুত ও তাৎক্ষণিক তহবিল ছাড়।
	যথার্থতা	অর্থায়ন পদ্ধতি যেন গ্রহীতা দেশের ওপর কোনো অতিরিক্ত বোঝা বা অন্যায় কোনো শর্ত চাপিয়ে না দেওয়া হয়।
	ক্ষতি না করা	জলবায়ু অর্থায়ন যেন কোনো দেশের টেকসই উন্নয়নকে ব্যাহত বা মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন না করে।
	সরাসরি অভিগম্যতা ও বিপন্নতা	অর্থায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিও ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিপন্ন দেশগুলোর জন্য তহবিল প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।
	জেন্ডার সমতা	জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে জেন্ডারকে মূলধারার সমন্বিত রাখা এবং নারীর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।
তহবিল ব্যবহার ও বাস্তবায়ন	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	প্রকল্প/কর্মসূচির ডকুমেন্ট অনুযায়ী তহবিলের ব্যবহার এবং ক্রয়নীতি অনুসরণ।
	দৃশ্যমান ফলাফল/পরিমাপ যোগ্যতা	জলবায়ু অর্থায়ন বিনিয়োগ কর্মসূচি/প্রকল্পে দৃশ্যমান ও অর্থবহ ফলাফল চিহ্নিত করা।

উৎস: লিয়ান, বল ও বার্ড. ২০১১

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় জাতিসংঘের উদ্যোগের পাশাপশি বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি ও আইন প্রণয়ন, প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় করছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক ২০১১ সালে প্রকাশিত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন জলবায়ু অর্থায়নকে একটি সম্পূর্ণ নতুন এবং অপরীক্ষিত ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করে এবং বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু তহবিলের ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ঝুঁকি নিরূপণে সুনির্দিষ্ট ধারণা অনুপস্থিত থাকার কথা উল্লেখ করে। বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় প্রণীত "ক্লাইমেট পাবলিক এক্সপিন্ডিচার এন্ড ইনষ্টিটিউশনাল রিভিউ ২০১২" প্রতিবেদনে বাংলাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জলবায়ু প্রকল্প বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা এবং বাস্তবায়িত প্রকল্পে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার

ঘাটতি নিরসনে জোর দেয়া হয়। তাছাড়াও, টিআইবি'র ২০১১ সাল হতে পারিচালিত গবেষণায় জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ, তহবিল ছাড়/ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প প্রণয়ন, বাছাই, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় ঘাটতি নিরসনে কাজ করছে। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে বাংলাদেশ যত বেশি অঙ্গীকার ও সক্ষমতা প্রদর্শনে সক্ষম হবে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উৎস থেকে টেকসই ও নির্বিঘ্ন জলবায়ু তহবিলের প্রাপ্যতা ততোধিক নিশ্চিত হবে।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা নিশ্চিতে সুপারিশ প্রস্তাব করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে, ক) বৈশ্বিক এবং জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রায়োগিক অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা; খ) আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়, প্রকল্প অনুমোদন ও যাচাই, তহবিল বাস্তবায়ন, তদারকি ও মূল্যায়নে অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ নির্ধারণ করা; এবং গ) সার্বিকভাবে জলবায়ু তহবিলের কার্যকর ব্যবহারে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিশ্চিতে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণায় বৈশ্বিক পর্যায়ে সার্বিকভাবে ও সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিসিএফ) হতে তহবিল প্রবাহ এবং জাতীয় পর্যায়ে বিসিসিটিএফ, বিসিসিআরএফসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক তহবিল হতে জলবায়ু অর্থায়নে অগ্রগতি এবং তহবিল প্রাপ্তিতে যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে তা পর্যালোচনা করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে তহবিল বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনায় আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়, প্রকল্প অনুমোদন ও যাচাই, তহবিল বাস্তবায়ন, তদারকি ও মূল্যায়নে জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করতে ওপরে বর্ণিত জলবায়ু অর্থায়নের নীতিসমূহ (যেমন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, তহবিলের পর্যাপ্ততা; তহবিল গ্রহীতা দেশের জাতীয় মালিকানাবোধ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা, তদারকিতে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের দৃশ্যমান ফলাফল) বিবেচনা করা হয়। সার্বিকভাবে জলবায়ু তহবিলের কার্যকর ব্যবহারে সম্ভাবনা নিশ্চিতে সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে।

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

টিআইবি কর্তৃক গত ২০১১ সন হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন সংক্রান্ত ধারাবাহিক গবেষণার অংশ হিসাবে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্য এবং নিম্নে বর্ণিত জলবায়ু অর্থায়নের নীতিসমূহ ও সুশাসনের চলকের ভিত্তিতে তথ্য বিশ্লেষণ করে এ প্রবন্ধটি প্রণয়ন করা হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে তহবিল ছাড়/প্রবাহ, তহবিলের সমন্বয়, প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন এবং প্রকল্প তদারকি, নিরীক্ষা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করতে সাবির্কভাবে যে নির্ধারকসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো, স্বচ্ছতা/তথ্যের উন্মুক্ততা, রাজনৈতিক প্রভাব (প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প অনুমোদন, প্রকল্প বাস্তবায়ন), তহবিল অনুমোদনে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রকল্পের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব; প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, আন্ত:প্রতিষ্ঠান সমন্বয় এবং জনবল; প্রকল্প প্রণয়ন, এলাকা/প্রকল্প নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্থানীয়/ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ; জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা ও কার্যকর অভিযোজন তহবিল অনুমোদন; প্রকল্প সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান/কর্মীদের জবাবদিহিতা ও স্বার্থের দ্বন্দ, অর্থের সঠিক ব্যবহারে ঝুঁকি, বাজেটের কার্যকারিতা; তদারকি ও পর্যবেক্ষণে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং তৃতীয় পক্ষ নজরদারির কার্যকারিতা; অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির ব্যবস্থা। এনজিও খাতে তহবিল বরাদ্দের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো এবং জনবল; সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তি/বোর্ডের জবাবদিহিতা; প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, সততার চর্চা; জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা; প্রকল্প অনুমোদনে রাজনৈতিক বা অন্যান্য প্রভাব ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে। বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন গুণগত ও পরিমাণগত তথ্যের বিশ্লেষণ করে এ প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তাছাড়াও, মুখ্য তথ্যদাতা যেমন, সরকারি প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কতৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), এলজিইডি, বিশ্বব্যাংক, পিকেএসএফ এর কর্মকর্তাবৃন্দ, পেশাজীবি সমিতির প্রতিনিধি, স্কুল ম্যানেজমেন্ট

কমিটির সভাপতি, ঠিকাদার, পরামর্শক, সুশীল সমাজ ও প্রকল্প তদারকি কাজে নিয়োজিত তৃতীয় পক্ষের কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার ও তাদের মতামত/সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। বিসিসিটিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পে অপসারিত বর্জ্য পরিমাপ করার জন্য টিআইবি কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় (রায়েরবাজার সংলগ্ন হাইক্কার খাল এবং নারায়ণগঞ্জের চারারগোপ) বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ (জুন, ২০১৩) পরিচালনা করা হয়। জরিপের মাধ্যমে বর্জ্য অপসারনের প্রকৃত পরিমাণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন, বিসিসিটিএফ/বিসিসিআরএফ প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় ঝুঁকিতে অবস্থানকারী ক্ষতিগ্রস্তদের সাক্ষাৎকার এবং কেস স্টাডিসমূহ এ প্রতিবেদনের মূল তথ্যসূত্র।

২. বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়নে চ্যালেঞ্জ

ক) প্রতিশ্রুতির তুলনায় সামান্য তহবিল ছাড়: অ্যানেক্স-১ ভুক্ত উন্নত দেশগুলো ২০০৯ সালে কোপেনহেগেন চুক্তির আওতায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, ২০১০-১২ সাল সময়ে ফাস্ট স্টার্ট ফাইন্যান্স হিসেবে উন্নয়ন সহায়তা বাইরে ‘অতিরিক্ত’ এবং ‘নতুন’ ৩০ বিলিয়ন ইউএস ডলার এবং দীর্ঘ মেয়াদে আগাম অনুমানযোগ্য অর্থায়ন বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে নাগাদ তা ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করবে। স্বল্পোন্নত দেশগুলো ২০১৪ সালে কমপক্ষে ১৫ বিলিয়ন ডলারের দাবি করলেও ২০১০ হতে ২০১৪ এর ৯ জুন পর্যন্ত উন্নত দেশগুলো বাস্তবে প্রতিশ্রুত তহবিলের মাত্র ৭.২% অর্থ ছাড় করেছে। অথচ, উন্নয়নশীল/স্বল্পোন্নত ও দরিদ্র দেশগুলোর জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের জন্য প্রতি বছর প্রায় ১০০-৪৫০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন (আইসিটিএসডি প্রতিবেদন, জুলাই ২০১৩)।

চিত্র ২: উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুত তহবিল ছাড়ের পরিমাণ

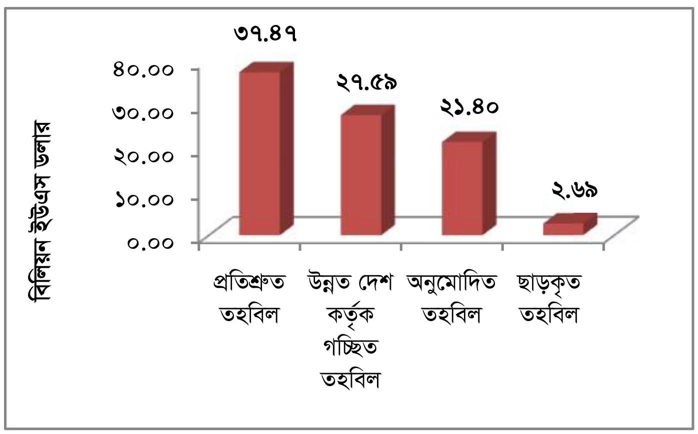

উৎস: ক্লাইমেট ফান্ডস আপডেট হতে ৯ জুন ২০১৪ সংগৃহীত

খ) সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিসিএফ) এ প্রতিশ্রুতির তুলনায় স্বল্প তহবিল প্রবাহ: ২০১১ সালে জিসিএফ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হলেও উন্নত দেশগুলো ২০১৩ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং জিসিএফ এর সর্বশেষ আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী জিসিএফ এর দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনায় ৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত উন্নত দেশগুলোর প্রায় ৫৫ মিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতির বিপরীতে মাত্র ৩৬.৬৯ মিলিয়ন ডলার এর ট্রাস্টি হিসেবে বিশ্বব্যাংককে জমা করেছে এবং এর মধ্য হতে মাত্র ১৫ শতাংশ তহবিল জিসিএফ পেয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিশ্রুত তহবিল প্রাপ্তির শর্তে পরিচালনা এবং প্রশাসনিক ব্যয় মেটানোর জন্য জিসিএফ ৫৪ মিলিয়ন ডলারের ব্যয় অনুমোদন করেছে। তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গত ২ জুলাই ২০১৪ এ জিসিএফ’র প্রথম সভায় ২০টি ‘‘আগ্রহী তহবিল প্রদানকারী” উন্নত দেশ অংশগ্রহণ করলেও আগামী নভেম্বর ২০১৪ এর মধ্যে তহবিল প্রদানে কোনো ধরনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনি।

গ) জিসিএফ হতে তহবিল গ্রহণে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির ঘাটতি: ২০১১ সালে জিসিএফ গঠন এবং ২০১৩ সালে সচিবালয় প্রতিষ্ঠার পর এ তহবিল হতে জলবায়ু তাড়িত কোনো দেশে তহবিল বরাদ্দ শুরু করা হয়নি। উল্লেখ্য, জিসিএফ থেকে অর্থ পেতে হলে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রথমত: একটি জাতীয় অভিযোজন কর্ম পরিকল্পনা (National Adaptation Plan-NAP) প্রণয়ন করার কথা। প্রাথমিকভাবে জুন ২০১৪ এর মধ্যে তহবিল গ্রহণে ‘জাতীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ’ (National

Designated Authority-NDA[৬]) নির্ধারণ করার কথা থাকলেও জুন ২০১৪ পর্যন্ত মাত্র ২২টি দেশ তা নির্ধারণে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য, জিসিএফ হতে প্রকল্প বাবদ কোনো দেশকে তহবিল বরাদ্দ শুরু করা হয়নি। NDA এক বা একাধিক 'জাতীয় বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ' (National Implemnting Entities – NIE) নির্ধারণ করবে এবং NIE তহবিল ব্যবস্থাপনার মান নিশ্চিত সাপেক্ষে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে জিসিএফ হতে সরাসরি তহবিল পেতে মনোনয়ন দিবে। উল্লেখ্য, **বাংলাদেশ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমঝোতা না হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার এখন পর্যন্ত জাতীয় নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ (এনডিএ) নির্ধারণ করতে পারেনি।**

ঘ) জিসিএফ'র সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর কার্যকর প্রতিনিধিত্বে ঘাটতি: ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (সিআইএফ) এর ন্যায় ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর সমান প্রতিনিধিত্ব এবং জাতিসংঘ সক্রিয় পর্যবেক্ষক হিসাবে থাকলেও উন্নয়নশীল এবং দরিদ্র দেশসমুহের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সক্ষমতা না থাকায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়।

ঙ) জিসিএফ'র তহবিল বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহারের আশংকা: সিআইএফ-এর অনুকরণে জিসিএফ হতে বেসরকারি খাতে সহায়তার নামে মূলত বহুপাক্ষিক সংস্থাসমূহের সামে মূলতঃ বহুজাতিক কোম্পানির জন্য ২০ শতাংশ তহবিল নির্দিষ্ট করে রাখায় জলবায়ু তাড়িত স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে প্রযুক্তি হস্তান্তরের নামে ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। উল্লেখ্য, উন্নত দেশগুলো জিসিএফ'র ট্রাস্টি হিসেবে বিশ্বব্যাংককে নিয়োগ করায় এ আশংকা আরো প্রবল হয়েছে। তাছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ধনী দেশগুলো কার্বন নিঃসরণ চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সার্টিফাইড এমিশন রিডাকশান (সিইআর) এর মাধ্যমে দরিদ্র দেশগুলোকে কার্বন-বাণিজ্যে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করছে একইসাথে তথাকথিত পরিচ্ছন্ন উন্নয়ন প্রযুক্তির (Clean Development Mechanism-CDM) নামে ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি করছে।

চ) অভিযোজনের জন্য ভবিষ্যৎ তহবিল প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা: সার্বিকভাবে, উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক প্রতিশ্রুত তহবিল প্রদান না করায় এবং জিসিএফ হতে তহবিল বরাদ্দ শুরু না হওয়ায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিযোজন কার্যক্রম হুমকির মুখে রয়েছে[৭]। বাংলাদেশের ন্যায় জলবায়ু-তাড়িত ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর দাবির প্রেক্ষিতে জিসিএফ বোর্ড (৫০ নং অনুচ্ছেদ) বরাদ্দকৃত তহবিলের অভিযোজন ও প্রশমনের জন্য সমান অনুপাতে (৫০:৫০) তহবিল বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের কার্যকর প্রস্তুতি এবং সক্ষমতা সৃষ্টিতে জোরদার পদক্ষেপ না নেয়ায় জিসিএফ হতে অভিযোজন বাবদ তহবিল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে।

সার্বিকভাবে উন্নত দেশগুলো হতে প্রতিশ্রুত তহবিল বরাদ্দ না করায় এবং জিসিএফ'র হতে বরাদ্দ শুরু না হওয়া এবং স্বল্পোন্নত জলবায়ু-তাড়িত দেশগুলোর প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না থাকায় উন্নত দেশগুলোর প্রশমন বাবদ তহবিল বরাদ্দেই প্রাধান্য পাবে। আর জলবায়ু অর্থায়ন সম্পূর্ণ নতুন এবং অপরীক্ষিত ক্ষেত্র হওয়ায় সম্পদের ব্যবহার বাড়ার সাথে অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকিও বাড়বে।

৩. বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল গঠন ও অর্থায়নে অগ্রগতি

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় রক্ষার মুখ্য দায়িত্বে নিয়োজিত। বিসিসিটিএফ ও বিসিসিআরএফ'র প্রধান হিসেবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ই জলবায়ু অর্থায়নে সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য আইন প্রণয়ন এবং নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নের দায়িত্ব থাকায় ২০১১ সালে বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ থেকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সুশীল সমাজ ও থিঙ্ক-ট্যাংকগুলোকে তহবিল প্রদানের গাইডলাইন তৈরি করেছে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি জলবায়ু অর্থায়ন নজরদারি কওে; এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো নীতি ও কৌশল প্রণয়নকে প্রভাবিত করে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং ইউএনএফসিসি-এর অধীনে গৃহীত বৈশ্বিক উদ্যোগসমূহ অনুসরণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রথমে জাতীয় অভিযোজন কার্যক্রম কর্মসূচি (নাপা ২০০৫)

[৬] জিসিএফ বোর্ড সভায় গ্রহীত সিদ্ধান্ত (বি.০৪/০৫)

[৭] http://www.twn.my/title2/climate/info.service/2014/cc140701.htm

প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ ও কৌশল গ্রহণে "বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি)" (বিসিসিএসএপি ২০০৫ ও পরবর্তীতে ২০০৯ সালে পরিমার্জিত) প্রণয়ন করা হয়।

উল্লেখ্য, বিসিসিএসএপিতে ৬টি বিষয় ভিত্তিক থিম বা ক্ষেত্র (thematic area), ৪৪টি কর্মসূচি (৩৪ টি অভিযোজন এবং ১০ টি প্রশমন সম্পর্কিত) এবং মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী ১৪৫ টি কার্যক্রম/প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থায়নের জন্য ছয়টি ক্ষেত্র হলো: ১) খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য; ২) সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; ৩) অবকাঠামো; ৪) গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা; ৫) প্রশমন ও কার্বন উৎপাদন হ্রাস; ৬) সক্ষমতা তৈরি এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি বৃদ্ধি (বিসিসিএসএপি, ২০০৯)। বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ-সহ অন্যান্য জলবায়ু অর্থায়নের আওতায় প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিসিসিএসএপিকে বাইবেল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অথচ বিসিসিএসএপি প্রণয়নে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/গোষ্ঠী যেমন রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র, নাগরিক তথা সুশীল সমাজ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/খাত, অ্যানেক্স-১ ভুক্ত দেশসমূহের প্রতিনিধি ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে না করা হলেও স্থানীয় চাহিদা/ঝুঁকি বিবেচনায় কর্মসূচী/কার্যক্রম চিহ্নিত করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠির সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা করা হয়নি। গবেষণার আলোকে ক্রমবর্ধমান এবং ক্ষেত্রবিশেষে নতুন জলবায়ু বিপন্নতা চিহ্নিত করা এবং তা অনুসারে অর্থায়নে অগ্রাধিকার বিবেচনার কথা থাকলেও ২০০৯ এ একটি সংশোধনযোগ্য দলিল (living document) হিসেবে প্রণয়নের পর বিসিসিএসএপি পরিমার্জন করার কথা থাকলেও ২০১৪ এর অক্টোবর পর্যন্ত পূর্ব চিহ্নিত ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতেই বিসিসিটিএফ ও বিসিসিআরএফ'র তহবিল বরাদ্দ করা হচ্ছে। টিআইবিসহ বিশেষজ্ঞদের ক্রমাগত চাহিদার ভিত্তিতে সর্বশেষ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে সরকার বিসিসিএসএপি পুনঃযাচাই এবং প্রয়োজনীয় পরিমার্জনের পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করে।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বিসিসিএসএপি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকায় তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবহারের লক্ষেই বিসিসিটিএফ[৮] ও বিসিসিআরএফ[৯] গঠন করা হয়। এক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এ উভয় তহবিলের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। উক্ত তহবিল দু'টির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়নে বিভিন্ন আইন, নীতি ও কৌশল প্রণয়ন, সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য সমন্বয় এবং প্রকল্প যাচাই, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। বিসিসিটিএফ ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়িত প্রকল্প তদারকির কাজে বিসিসিটি এবং বিসিসিআরএফ এর কৌশল প্রণয়ন ও প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ সরকার জাতীয় এ দুটি তহবিলের বাইরেও অন্যান্য তহবিল (যেমন: পিপিসিআর, জেফ, এসএসএফ, এলডিসিএফ) হতে বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক (বিশ্বব্যাংক, এডিবি ইত্যাদি) এর মাধ্যমে তহবিল (অনুদান ও ঋণ) পাচ্ছে। তহবিল সমন্বয়ের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে কাজ করার কথা। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট (বিসিসিটি) বিসিসিটিএফ এর তহবিল ব্যবস্থাপনাসহ প্রকল্প যাচাই এবং তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত। বিসিসিআরএফ এর সচিবালয় প্রতিষ্ঠা না হওয়ায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে একজন যুগ্ন-সচিব বিশ্বব্যাংকের সাথে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংক বিসিসিআরএফ এর তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং একইসাথে অন্তবর্তী সচিবালয়ের দায়িত্ব পালন করছে। অন্যান্য বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন তহবিল যেমন জিইফ, সিআইএফ সহ অন্যান্য তহবিল প্রদানে সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করছে। বিসিসিটিএফ ও বিসিসিএরএফ'র তহবিলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প বাবদ তহবিল ব্যবস্থাপনার কাজে পিকেএসএফ জড়িত।

---

[৮] এ তহবিল হতে ৬৬ শতাংশ তহবিল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয়িত হয় এবং ৩৪ শতাংশ দুর্যোগকালীন সময়ে ব্যয়ের জন্য ব্যাংকে জমা থাকে।

[৯] অ্যানেক্স ভুক্ত উন্নত দেশগুলোর ক্ষতিপূরণ বাবদ উন্নয়ন বরাদ্দের 'অতিরিক্ত' ও 'নতুন' তহবিল গ্রহণে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয় এবং ২০১০ সালে বহুপাক্ষিক ট্রাস্ট তহবিল বিসিসিআরএফ গঠন করা হয়। উল্লেখ্য বরাদ্দকৃত তহবিলের ৯০ শতাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানকে এবং বাকি ১০ শতাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়।

প্রবাহ চিত্র ২: বাংলাদেশের জলবায়ু অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

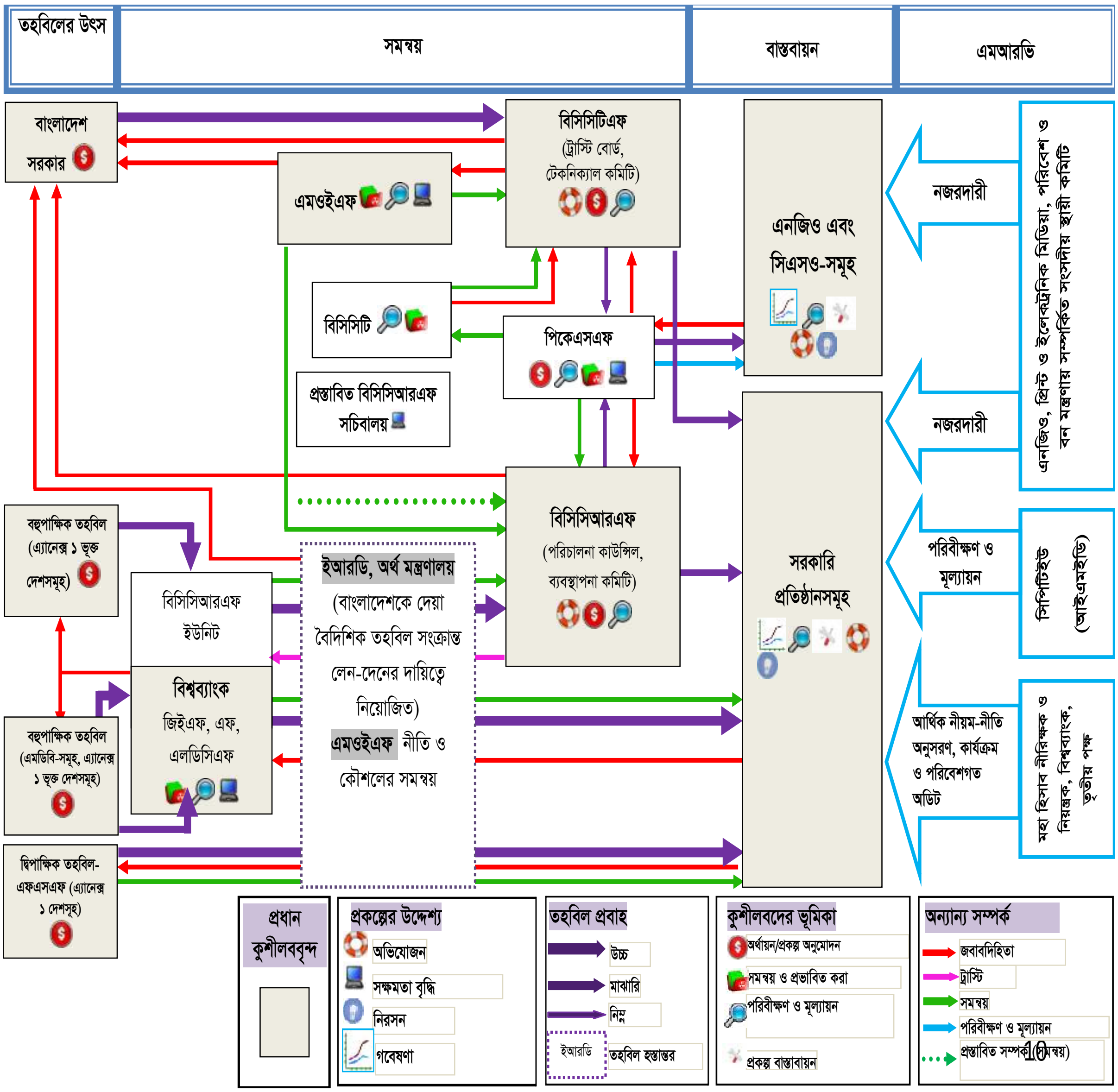

উৎস: টিআইবি গবেষণা, ২০১৩

এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপসমূহ হলো:

- ২০১৪-১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিসিসিটিএফ এ প্রায় ২,৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- অ্যানেক্স-১ ভুক্ত উন্নত দেশগুলো হতে ক্ষতিপূরণ বাবদ উন্নয়ন বরাদ্দের 'অতিরিক্ত' ও 'নতুন' তহবিল গ্রহণে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরের মাধ্যমে ২০১০ সালে বহুপাক্ষিক ট্রাস্ট তহবিল বিসিসিআরএফ গঠন করা হয়। এই তহবিলে সর্বশেষ ২০১২ এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বমোট ১৮৮.২ মিলিয়ন ডলার প্রদান করা হয়।

এছাড়াও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন; বিসিসিটিএফ এর অধীনে এনজিও/বেসরকারি সংস্থা নির্বাচন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন দিকনির্দেশিকা, ২০১০, বিসিসিটিএফ এর অধীন প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি, অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়ন, তহবিল ছাড় এবং ২০১২ এর ২৭ মার্চ সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তহবিল ব্যবহারের দিক নির্দেশিকা প্রণয়ন, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন; জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনার পথ নকশা (Raodmap) প্রণয়নের কাজ শুরু; জলবায়ু বিষয়ক সরকারি ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ই-কিট অন্তর্ভুক্তি করা হয়।

৩.১ জলবায়ু তহবিল ছাড়ে অগ্রগতি

অ্যানেক্স ভুক্ত উন্নত দেশসমূহ জুন ২০১৪ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতির তুলনায় বাংলাদেশকে মাত্র এক-চতুর্থাংশ তহবিল ছাড় করেছে। বিসিসিটিএফ এ জাতীয় বাজেট হতে বরাদ্দের তুলনায় বিসিসিআরএফ, ফাস্ট স্টার্ট তহবিল ও পিপিসিআর -এ তহবিল বরাদ্দের পরিমাণও তুলনামূলকভাবে অনেক কম। বিসিসিআরএফ থেকে ২০১২ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুমোদিত ১৮৮.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে মোট ১৪৬.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুমোদন করা হয়েছে। অন্যদিকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত বিসিসিটিএফ এ সরকারের প্রতিশ্রুত ৪০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে মোট ২৮২ টি সরকারি এবং এনজিও প্রকল্পে (২১৯ টি সরকারি প্রকল্প এবং ৬৩ টি এনজিও) বাস্তবায়নে মোট ২৬২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুমোদন করেছে[১০] এবং জুন ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১৩০০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে [১১]।

চিত্র ৩: বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল ছাড়ে অগ্রগতি

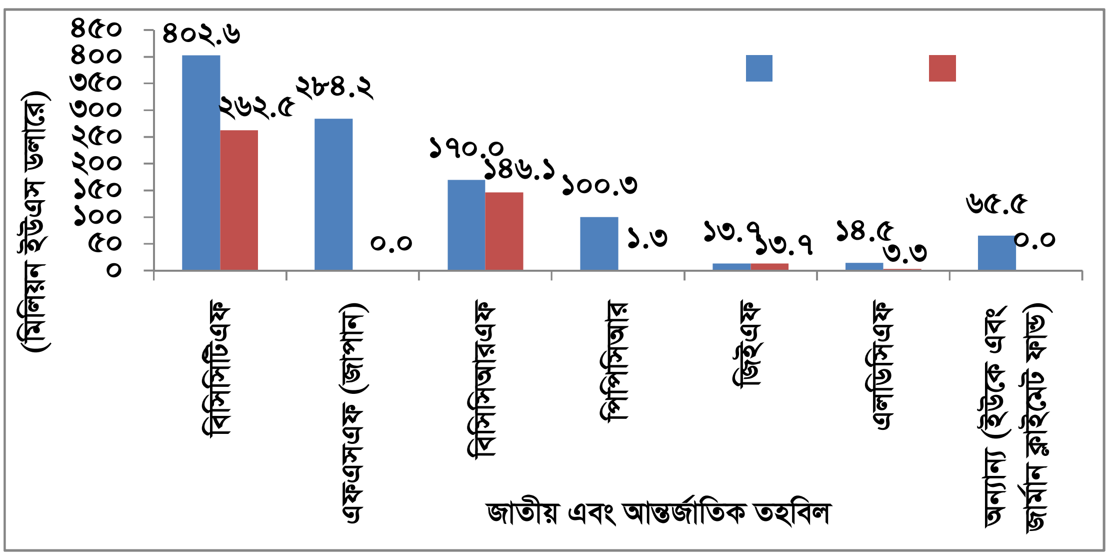

সূত্র: বিসিসিটিএফ, বিসিসিআরএফ এবং ক্লাইমেটফান্ডসআপডেট ওয়েবসাইটসমূহ হতে ৫ই জুন ২০১৪ তারিখে সংগৃহীত

আন্তর্জাতিকভাবে বিসিসিআরএফ ও বিসিসিটিএফ এর বাইরেও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সহায়তায় সরাসরি বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন বিশ্বব্যাংক, এডিবি, ইউএনডিপি অনুদান এবং ঋণ প্রদান করে। এমন তহবিল যেমন পাইলট প্রোগ্রাম ফর ক্লাইমেট রেজিলিয়ান্স (পিপিসিআর), গ্লোবাল এনভাইরনমেন্টাল ফ্যাসিলিটি (জেইফ) ও লীস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিস ফান্ড (এলডিসিএফ) এ যথাক্রমে প্রতিশ্রুত ১০০.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৩.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে যথাক্রমে ১.৩ মিলিয়ন

[১০] বিসিসিটি প্রতিবেদন, মে, ২০১৪

[১১] টিআইবি আয়োজিত জলবায়ু তহবিলে অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা শীর্ষব ৯ জুলাই মতবিনিময় সভায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে

মার্কিন ডলার, ১৩.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ৩.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে (চিত্র-৩)।

৩.২বাংলাদেশে তহবিল ছাড়/সংগ্রহে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

- **জাতীয় অর্থায়নের তুলনায় উন্নত দেশের অর্থায়ন কম**

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবেলায় উন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন সহায়তার 'অতিরিক্ত' এবং 'নতুন' তহবিল ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেয়ার কথা থাকলেও জুন ২০১৪ পর্যন্ত তহবিল ছাড়ের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে বাংলাদেশের অবদানই বেশি। সার্বিকভাবে বিভিন্ন তহবিল হতে প্রকল্প বাবদ ছাড় করা সর্বমোট তহবিলের মধ্যে ৬১.৫ শতাংশই বরাদ্দ করেছে বিসিসিটিএফ তথা বাংলাদেশ সরকার এবং বাকি মাত্র ৩৮.৫ শতাংশ তহবিল বরাদ্দ করেছে বিসিসিআরএফসহ অন্যান্য চারটি দ্বি-পাক্ষিক, বহুপাক্ষিক ও অন্যান্য সংস্থা।

চিত্র ৪: সার্বিক বরাদ্দকৃত তহবিলে বিভিন্ন উৎসের অবদান

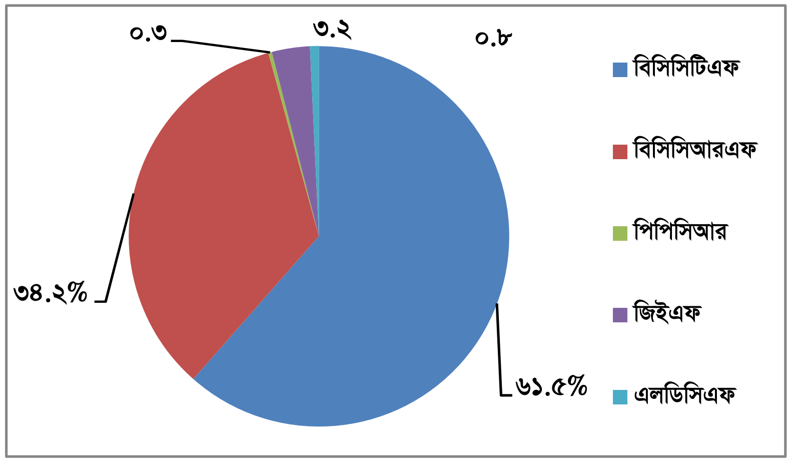

সূত্র: টিআইবি গবেষণা, জুন ২০১৪

বিসিসিটিএফ ও বিসিসিআরএফ-এ নতুন তহবিল বরাদ্দ না করায় অভিযোজনে ঝুঁকি

বিসিসিএসএপি-২০০৯ বাস্তবায়নে প্রথম দুই বছরের (২০০৯-১০ হতে ২০১০-১১ অর্থ বছর) জন্য ৫০ কোটি ডলার এবং পরবর্তী পাঁচ বছরের (২০১২-১৩ অর্থ বছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর) জন্য কমপক্ষে ৫ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। ২০১৪ এর জুন পর্যন্ত ৩.৫ বিলিয়ন ডলার তহবিলের চাহিদার বিপরীতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন উৎস হতে সর্বমোট ৮৭০ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ, মাত্র এক-চতুর্থাংশ তহবিল যোগান দেয়া হয়েছে। ২০১৪ এর ফেব্রুয়ারিতে অর্থ মন্ত্রণালয় প্রণীত খসড়া ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিবেদন, ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত বিসিসিটিএফ'র প্রয়োজন ৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ২৭০০ কোটি টাকা (উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয় প্রণীত খসড়া ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিবেদন, ফেব্রুয়ারি ২০১৪)। শুধু তাই নয়, অ্যানেক্স ভুক্ত উন্নত দেশগুলো ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পর বিসিসিআরএফে কোনো তহবিল বরাদ্দ করেনি।

চিত্র ৫: ক্রমহ্রাসমান বিসিসিটিএফ ও বিসিসিআরএফ তহবিল প্রবাহ

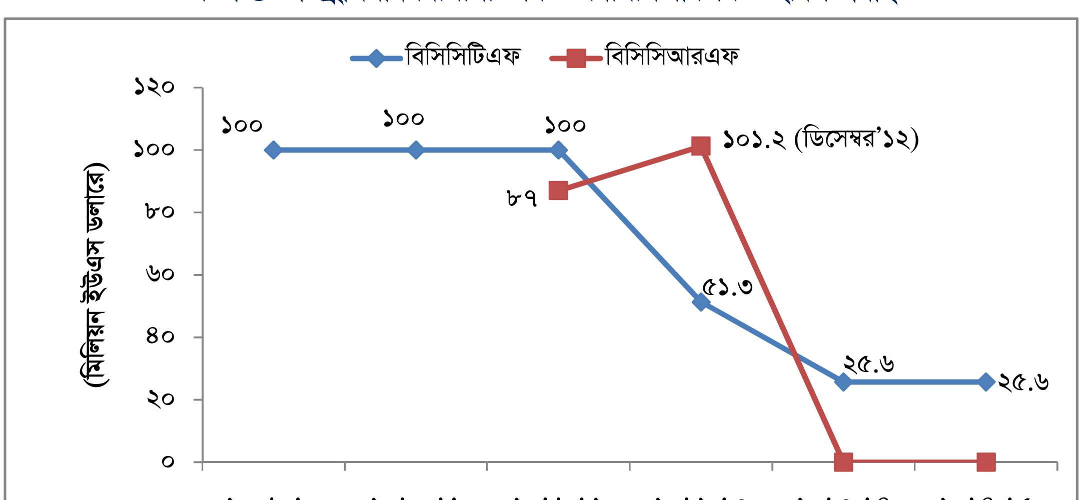

এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত বিসিসিটিএফ এ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৭০০ কোটি টাকা দাবির বিপরীতে বাজেটে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও পরবর্তীতে সরকার মাত্র ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কোন সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই তহবিল বরাদ্দে ঘাটিত হওয়ায় সার্বিকভাবে বাংলাদেশের অভিযোজন কার্যক্রম হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এর সার্বিক প্রভাবে জলবায়ু তাড়িত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ঝুঁকির মাত্রা আরো বৃদ্ধি পাবে।

- **জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকিভিত্তিক তহবিল বরাদ্দে ঘাটতি**

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ছাড়াও দেশের উত্তরাঞ্চলের খরাপ্রবণ এলাকায়ও বিদ্যমান। বিসিসিটিএফ অর্থায়নে অনেকগুলো প্রকল্প এমন ভৌগলিক এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে যেখানে ক্ষয়-ক্ষতি ও বিপন্নতা বিবেচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ততটা তীব্র নয়। বিসিসিটিএফ হতে অনুমোদিত ১৩৯টি প্রকল্প বিশ্লেষণে[১২] দেখা যায়, তীব্র খরা প্রবণ এলাকা, যেমনঃ রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও দিনাজপুর জেলায় বিসিসিটিএফ থেকে খুব কম সংখ্যক প্রকল্প বরাদ্দ করা হয়েছে। অথচ এসব এলাকা বাংলাদেশের খাদ্য বিশেষকরে ধান উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা রাখে। তাছাড়াও, বিভাগ অনুপাতে ঢাকা বিভাগে ৬৯টি, বরিশাল বিভাগে ৩৪টি, খুলনা বিভাগে ২১ টি এবং রাজশাহী বিভাগে ১৩ টি প্রকল্প বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানায় বিসিসিটি কর্তৃপক্ষ (মহাব্যবস্থাপক, বিসিসিটি, ৯ জুলাই, ২০১৪)। তবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মতে, উত্তরাঞ্চল থেকে কম প্রকল্প প্রস্তাব জমা পড়ায় কম প্রকল্প বরাদ্দ হয়েছে[১৩]। তারপরও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমুদ্রস্ফীতির সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল দক্ষিণাঞ্চলের বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট এলাকায় উপকূলীয় বাঁধ উচু করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেওয়া হয়নি।

চিত্র ৬: অভিযোজন ও প্রশমনে বরাদ্দকৃত তহবিল (শতকরা হিসাবে)

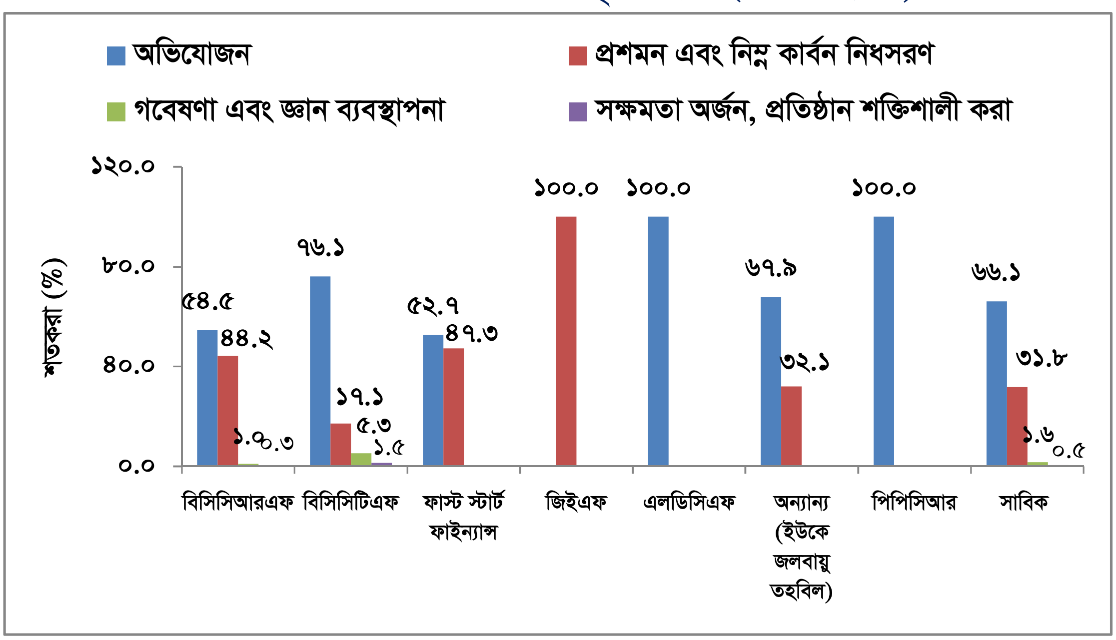

সূত্র: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বিসিসিআরএফ এবং ক্লাইমেটফান্ডসআপডেট ওয়েবসাইট হতে ২৪ জুন ২০১৪ এ সংগৃহীত

- **উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক প্রশমন বা কার্বন নিঃসরণে উল্লেখযোগ্য তহবিল বরাদ্দ**

ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠির ক্রমবর্ধমান বিপন্নতা বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকারের অগ্রাধিকার খাত হলো অভিযোজন। বিসিসিটিএফ ও পিপিসিআর হতে অভিযোজনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তহবিল অভিযোজন খাতে বরাদ্দ করা হলেও বিসিসিআরএফ সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক তহবিল হতে অনুমোদিত তহবিলের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ (৪০% হতে ১০০% পর্যন্ত) প্রশমন বা কার্বন নিঃসরণ

---

[১২] জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বিবেচনায় ১৩৯টি বিসিসিটিএফ প্রকল্প সমূহের মানচিত্রে অবস্থান পরিশিষ্ট-৩ এ দেয়া হয়েছে

[১৩] টিআইবি আয়োজিত জলবায়ু তহবিলে অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা শীর্ষব ৯ জুলাই মতবিনিময় সভায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত তথ্য মতে

হ্রাস সংক্রান্ত বনায়ন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী কর্মসূচি বাস্তবায়নে বরাদ্দ করা হয়েছে (চিত্র ৬)। উল্লেখ্য, বিসিসিআরএফ এর ট্রস্টি বিশ্বব্যাংক এ ধরনের প্রকল্প থেকে অভিযোজন সুবিধার দাবি করলেও বাস্তবে তা উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখে না।[14]

- **সবুজ জলবায়ু তহবিল হতে অর্থ সংগ্রহে প্রস্তুতির ঘাটতি**

সবুজ জলবায়ু তহবিল হতে তহবিল সংগ্রহে ৩১ জুন ২০১৪ এর মধ্য জাতীয় নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ (National Designated Aythority-NDA) এবং জাতীয় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (National Implemnting Entities-NIE) নির্ধারণের কথা থাকলেও সরকার তা এখনো নির্ধারণ করতে পারেনি। ফলে এ তহবিল হতে অর্থ প্রাপ্তিতে বাংলাদেশ বঞ্চিত হতে পারে।

৪. সমন্বয়

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন, সংশ্লিষ্ট সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা প্রদানে প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ এবং পরিচালনা পর্ষদ/কমিটিসমূহ প্রকল্প সমন্বয় এবং কার্যকরের ফোকাল পয়েন্ট। ইউএনএফসিসি'র প্রধান ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কর্মকৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, সিডিএম প্রকল্পের অনুমোদন, আন্তর্জাতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং সকল খাতের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনকে সমন্বিত করতে সহায়তা করে। পাশাপাশি বিসিসিটিএফ ও বিসিসিআরএফ সহ তহবিল সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন এবং ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য জলবায়ু তহবিল সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে।

বিসিসিটিএফ এর সচিবালয় হিসেবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিসিসিটি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে একজন অতিরিক্ত সচিব ট্রাস্টের দায়িত্ব পালন এবং একইসাথে বিসিসিটিএফ'র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় ও প্রকল্প বাস্তবায়নে তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত। অন্যদিকে বিসিসিআরএফ এর সমন্বয়ের দায়িত্ব পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের হলেও বর্তমানে তহবিল ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি ২০১৭ সাল পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সচিবালয় হিসাবে বিশ্বব্যাংক দায়িত্ব পালন করছে। বিসিসিআরএফ-এর দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে বিসিসিআরএফ-এর সচিবালয় প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর প্রধান হবেন একজন যুগ্ম সচিব। সচিবালয়কে এডভোকেসি, যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের কাজও করতে হবে। সচিবালয় যেসব কাজে সহযোগিতা করবে সেগুলো হলো: প্রতিটি অনুমোদিত অনুদানের বিষয়ে আলাদাভাবে বিশ্বব্যাংকের সাথে একত্রে কাজ; বাস্তবায়নকারী এনজিওসমূহের সাথে প্রয়োজন মোতাবেক লিয়াজোঁ রক্ষা; তহবিলের দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ীত্ব নিশ্চিত এবং প্রয়োজনে পরামর্শক নিয়োগ; বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক বিনিয়োগের জন্য তহবিলের সার্বিক সমন্বয় সাধন; অন্তবর্তী কাল শেষ হলে বিশ্বব্যাংকের নিকট থেকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সার্বিক দায়-দায়িত্ব বুঝে নেওয়া। বহুপাক্ষিক তহবিল প্রাপ্তি এবং বাস্তবায়নে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় দায়িত্বপ্রাপ্ত। অন্যদিকে পিকেএসএফ বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ হতে বরাদ্দকৃত তহবিলে বেসরকারি প্রকল্প যাচাই/বাছাই, তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নে বিসিসিটি বা বিশ্বব্যাংকের সাথে সমন্বয় করে থাকে।

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

বিসিসিএসএপি বাস্তবায়নে খাতভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়হীনতা: বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন একটি জাতীয় সমস্যা এবং এর প্রভাব সকল খাতের ওপরই পড়ছে। এ সমস্যা মোকাবেলায় বিসিসিএসএপি'র কর্মসূচী বাস্তবায়নের পাশাপাশি খাতভিত্তিক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বিত জাতীয় জলবায়ু পরিকল্পনা প্রণয়ন জরুরি। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাথে বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ'র প্রকল্প অনুমোদন এবং তদারকির ক্ষেত্রে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন হলেও

[14] http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/jun/30/bangladesh-climate-change-loans

বাস্তবে সে ধরনের কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছেনা। তাছাড়াও বিসিসিএসএপি অনুসরণে কোন প্রকল্প প্রণয়ন করলেও তা জাতীয় পরিকল্পনার সাথে কিভাবে সমন্বয় করা হবে তারও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়নি।

বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ এর মধ্য সমন্বয়হীনতা: অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠান বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ উভয় তহবিল হতে তহবিল গ্রহণ করলেও অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিসিসিএসএপি'র কর্মসূচী বাস্তবায়নে খাতভিত্তিক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়নে বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ ও অন্যান্য উৎস হতে তহবিল বরাদ্দে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/অর্থ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়হীনতায় টেকসই অভিযোজনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ নিম্নরুপ-

- তহবিল বরাদ্দে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি/জাতীয় স্বার্থের চেয়ে রাজনৈতিক/অন্য কোনো স্বার্থ প্রাধান্য দেওয়া হয়। বিগত সরকারের সময়ে বিসিসিটিএফ'র সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সাথে জড়িত একজন মন্ত্রীর নির্বাচনী এলকাসহ নির্দিষ্ট জেলায় প্রায় ২০টি'র অধিক সরকারি-বেসরকারি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়;
- সমন্বিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে বাস্তবায়নকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের সুযোগ পাচ্ছেনা। উল্লেখ্য, বিসিসিটিএফ হতে প্রকল্প বাবদ সর্বোচ্চ ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ দিতে পারলেও বিসিসিএরএফ'র হতে বরাদ্দে এ ধরনের তহবিল বরাদ্দের সর্বোচ্চ সীমা নেই;
- বিসিসিআরএফ এ দাখিলকৃত প্রকল্প প্রস্তাব কারিগরি কমিটির মূল্যায়নে অযোগ্য বিবেচিত হলেও বিসিসিটিএফ হতে একই প্রস্তাব অনুমোদন পেতে সক্ষম হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী একই সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প প্রস্তাব একটি তহবিল হতে প্রত্যাখাত হয়ে অন্য তহবিল হতে ভিন্ন নামে ক্ষেত্রবিশেষে পুনঃতহবিল পাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

৫. প্রকল্প অনুমোদন ও যাচাই

প্রকল্পে ব্যয়িত অর্থের বিপরীতে সর্বোচ্চ ফলাফল (value for money) নিশ্চিত করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিসিসিটিএফ'র অধীনে, কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রকল্পগুলোর চূড়ান্ত নির্বাচন/বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল বোর্ড (বিসিসিটিবি)। বিসিসিটিএফ এর ট্রাস্টি বোর্ড বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কর্তৃক আবেদনকৃত প্রকল্প বিসিসিটিএফ এর কারিগরি কমিটি এবং থিম কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাইয়ের পর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করে। ১৩ সদস্যবিশিষ্ট কারিগরি কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব। এ কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে প্রকল্প প্রস্তাবগুলো পর্যালোচনা করে বিসিসিটিবি'র কাছে সুপারিশ করা। প্রকল্প পরীক্ষার জন্য কারিগরি কমিটি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত দু'টি উপ-কমিটিতে বিভক্ত। পরিবেশ এবং বন মন্ত্রণালয় অনুমোদনকৃত প্রকল্পসমূহের বিপরীতে বিসিসিটিএফ এর ব্যাংক হিসাবে সমপরিমাণ অর্থ ছাড়ের জন্য অনুমোদনকৃত প্রকল্পসমূহের তালিকা, প্রকল্প ব্যয় সংক্রান্ত কাগজ/দলিল এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের তালিকা সহ একটি চিঠি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। উল্লেখ্য এ প্রক্রিয়ায় অর্থ মন্ত্রণালয় হতে কোন অতিরিক্ত অনুমোদনের প্রয়োজন হয়না। কারণ, অর্থ মন্ত্রী প্রকল্প অনুমোদনে সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ১৭ সদস্য বিশিষ্ট বিসিসিটিএফ এর ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে অর্থ প্রাপ্তির পর বিসিসিটিএফ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে তিন অথবা চার কিস্তিতে প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থ ছাড় করে থাকে। বিসিসিটি অবশ্য ইতোমধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করে কিছু কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইআইএ ব্যতিরেকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প বাস্তবায়নে আইন অমান্য করার প্রেক্ষিতে বিসিসিটিএফ কর্তৃপক্ষ বিডব্লিউডিবি'র সব প্রকল্পেই পরিবেশগত প্রভাব যাচাই (ইআইএ) বাধ্যতামূলক করেছে। বিসিসিটিএফ কর্তৃপক্ষ প্রকল্প দাখিলের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করার জন্য সরকারি সংস্থাগুলোকে নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করেছে।

বিসিসিআরএফ এর আওতায় বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কর্তৃক আবেদনকৃত প্রকল্প প্রথমে ম্যানেজমেন্ট কমিটি কর্তৃক এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের পর গভার্নিং পরিষদ তা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন প্রদান করে। বিসিসিআরএফ'র ক্ষেত্রে প্রকল্প বাছাই, অনুমোদন ও বাতিলে তহবিল প্রদানে উন্নত দেশগুলোও ব্যবস্থাপনা কমিটি ও পরিচালনা পরিষদকে দৈনন্দিন

কার্যক্রমে সহযোগিতা করে; এডভোকেসি, যোগাযোগ ও সমন্বয় করা এবং ভবিষ্যতে বিসিসিআরএফ-এর আর্থিক ব্যবস্থাপনা সরকারের কাছে হস্তান্তর করার কাজে উন্নত দেশগুলো বিশ্বব্যাংককে নিযুক্ত করেছে (বিসিসিআরএফ, ২০১২)। এডভোকেসি এবং জ্ঞান বিস্তারে বিসিসিআরএফ সচিবালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে বিশ্বব্যাংকের কাজ করার কথা। তবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে বিসিসিআরএফ-এর সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বিশ্বব্যাংকের প্রধান দায়িত্বসমূহের পরিসমাপ্তি ঘটার কথা। বর্তমানে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের একজন (যুগ্ম সচিব) ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে বিসিসিআরএফ-এ কাজ করছেন।

বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ হতে তহবিল প্রাপ্ত বিভিন্ন এনজিও এবং বেসরকারি খাতের প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণ, মূল্যায়ন এবং মনোনয়নের দায়িত্ব পিকেএসএফকে প্রদানের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, একইভাবে বিসিসিআরএফ এর ১০ শতাংশ অর্থ বেসরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি খাতের প্রকল্প বাস্তবায়নে পিকেএসএফকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত একটি কর্ম প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার কাজ প্রক্রিয়াধীন। উল্লেখ্য, বিসিসিএসএপি এ চিহ্নিত ৬টি থিম এর আওতায় প্রকল্প নির্বাচন এবং তহবিল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় হবে অভিযোজন এবং প্রশমন। বিসিসিএসএপি থিম অনুযায়ী বরাদ্দের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সার্বিকভাবে অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ বেশি করা হলেও বিসিসিআরএফ হতে প্রায় ৪৪ শতাংশ তহবিল বনায়ন এবং কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জন্য অভিযোজন হলো অগ্রাধিকার। তাছাড়াও, গবেষণা এবং সক্ষমতা খাতেও বরাদ্দ অনেক কম।

চিত্র ৮: থিমভিত্তিক সরকারি প্রকল্পে তহবিল বরাদ্দ

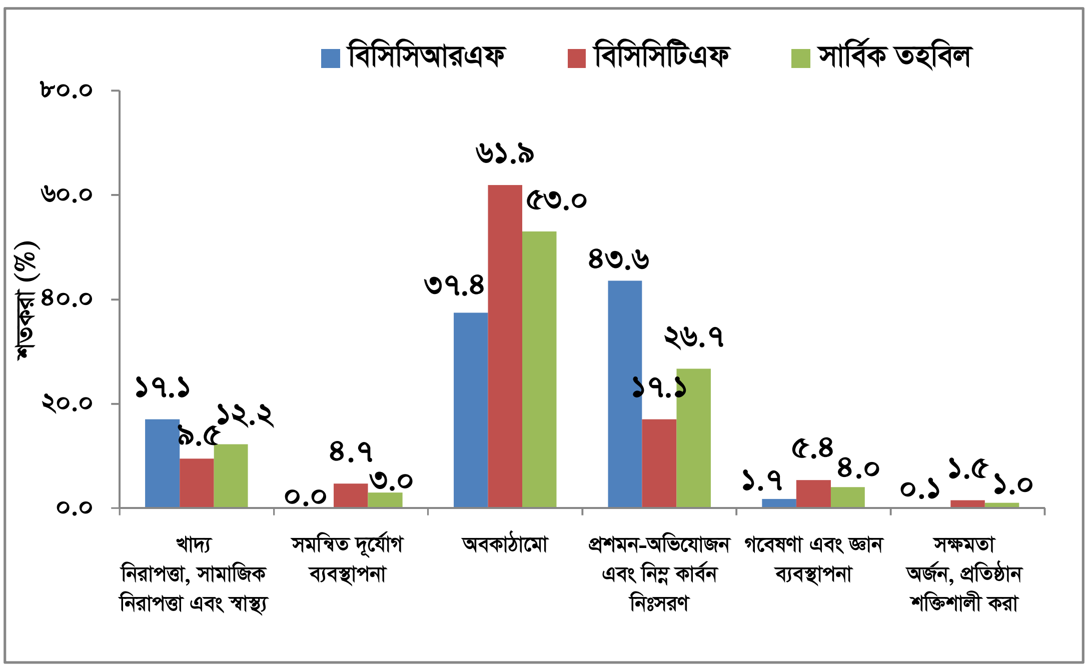

উৎস: টিআইবি'র নিজস্ব গবেষণা, জুন ২০১৪

প্রকল্প অনুমোদন ও যাচাই সংক্রান্ত তথ্যের অভিগম্যতা

তহবিল বরাদ্দের পাশাপশি প্রকল্প যাচাই এবং অনুমোদন সুশাসনের ঝুঁকির মাত্রা কমানোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের নিকট তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করা বাঞ্চনীয়। ২০১২ সালে টিআইবি গবেষণায় দেখা যায় বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ হতে প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদনের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তিতে ঘাটতি থাকলেও ২০১৪ এর জুন মাস পর্যন্ত বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ হতে স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে অগ্রগতি হয়েছে। বিসিসিটিএফ, বিসিসিআরএফ এবং কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় (সারণি ৩)।

সারণি ৩: বিসিসিটিএফ ও বিসিসিআরএফ হতে তথ্য প্রকাশে অগ্রগতি

	বিসিসিআরএফ (বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য প্রকাশ নীতিমালা অনুযায়ী)	বিসিসিটিএফ (সরকারের তথ্য অধিকার আইন অনুসারে)
২০১২ সনে টিআইবি'র গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য	বিসিসিআরএফ সম্পর্কে ধারণাপত্র, এনজিও তহবিলের ওপর ধারণা পত্র, একটি প্রকল্পের তথ্যপত্রের সারাংশ	বিসিসিআরএফ সম্পর্কে ধারণাপত্র, এনজিও তহবিলের ওপর ধারণা পত্র, একটি প্রকল্পের তথ্যপত্রের সারাংশ
২০১৪ এর জুন মাসে অগ্রগতি	বিসিসিআরএফ এবং পিকেএসএফ'র (সিসিপি) পৃথক ওয়েব পোর্টাল; তহবিল প্রদানের ক্ষেত্র প্রাপ্তির যোগ্যতা এবং তহবিল প্রদান পদ্ধতি; তহবিলের পরিমাণ, প্রকল্প সারাংশ	বিসিসিটি'র পৃথক ওয়েব পোর্টাল; প্রকল্প প্রস্তাবের ফরম্যাট, প্রকল্প নির্বাচন পদ্ধতি, অনুমোদনকৃত প্রকল্পের তালিকা;প্রকল্প কার্যক্রম তদারকি এবং জবাবদিহিতা পদ্ধতি

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

বিসিসিআরএফ হতে অভিযোজন খাতে প্রয়োজনের তুলনায় কম বরাদ্দ: বিসিসিটিএফ হতে অবকাঠামো থিমে অর্থাৎ অভিযোজনে সর্বোচ্চ (প্রায় ৬৮ শতাংশ) তহবিল বরাদ্দ পেলেও বিসিসিআরএফ হতে প্রায় ৪৪% তহিবল প্রশমন বা নিম্ন কার্বন নিঃসরণে বরাদ্দ দেয়া হয় (চিত্র ৮)। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ন্যায় জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য অগ্রাধিকার হলো অভিযোজন খাত[১৫]।

তহবিল বরাদ্দে নাগরিক সমাজের নগণ্য অংশগ্রহণ: বিসিসিটিএফ ট্রাস্টি বোর্ড এবং বিসিসিআরএফ'র পরিচালনা পরিষদ বিসিসিএসএপি'র আলোকে সব ধরনের তহবিল বরাদ্দে প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ হলেও এ দু'টিতেই নাগরিক সমাজের নগণ্য অংশগ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পক্ষে কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নেই। ফলে প্রকল্প অনুমোদনে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, সার্বিক স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা চর্চার বিষয় বিবেচনায় নেওয়ার সুযোগ কম।

বিসিসিআরএফ প্রকল্প অনুমোদনে ধীর গতি: বিসিসিআরএফ হতে প্রকল্প অনুমোদনে গড়ে প্রায় ২ বছর সময় লেগে গেছে। যার ফলে, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সার্বিকভাবে কার্যকর অভিযোজনে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। উল্লেখ্য, কার্যকর সমন্বয় এবং পরিকল্পনার আলোকে যেকোন প্রকল্প সর্বোচ্চ তিন হতে ছয় মাসের মধ্যে অনুমোদন করা সম্ভব (মুখ্য তথ্যদাতা, ২০১৩)। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বিসিসিটি এমন বেশকিছু প্রকল্প চিহ্নিত করেছে যেগুলোর বাস্তবায়নের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য নয়।

তহবিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের তথ্য প্রকাশে ঘাটতি: জলবায়ু তহবিল সংক্রান্ত সকল তথ্যের স্ব-প্রণোদিত প্রকাশ এবং প্রচারের মাধ্যমে কার্যকর অভিযোজন নিশ্চিত করা জরুরি হলে অনেকক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (যেমন, বিসিসিটি, পিকেএসএফ, বিশ্বব্যাংক, বাস্তবায়নকারী সরকারি ও বেসরকারি) এখতিয়ার সুনির্দিষ্ট না করায় তথ্য প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা বা তথ্যের জন্য হয়রানীর সম্মুখীন হতে হয়। বিদ্যমান তথ্য ব্যবস্থাপনা আরো স্বতঃপ্রণোদিত করতে হলে বিসিসিটিএফকে নিম্নের তথ্যগুলো দ্রুত জনসমক্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা করা উচিৎ-

- সরকারি ও এনজিও প্রকল্প নির্বাচন মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এবং ফলাফল; প্রকল্প অনুমোদন/বাতিলের যথার্থতা
- বিসিসিটি বা বিসিসিআরএফ এর পক্ষে তৃতীয় পক্ষ প্রকল্প তদারকি/মূল্যায়ন প্রতিবেদন
- প্রকল্প নির্বাচন বা বাতিলে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা
- আর্থিক নিরীক্ষা এবং প্রকল্প নিরীক্ষা বা প্রভাব সংক্রান্ত আইএমইডি প্রতিবেদন
- বিশ্বব্যাংক কর্তৃক বিসিসিআরএফ পরিচালনার মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত সরকারের সাথে চুক্তি
- প্রকল্প নির্বাচন এবং তদারকিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মতামত

---

[১৫] বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কর্মকৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা ২০০৯

- বিসিসিটিএফ’র তহবিলে কপ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি নির্বাচনের যথার্থতা, যোগদান বাবদ ব্যয় এবং যোগদান শেষে তহবিল সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণকারীর ভূমিকা[১৬]।

প্রকল্প নির্বাচনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে আইনী বাধ্যবাধকতা না থাকা: ইউএনএফসিসি’র আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি যেমন, কানকুন এবং কোপেনহেগেন চুক্তির আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গৃহীত সকল অভিযোজন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে সকল রাষ্ট্র ঐক্যমত হলেও সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রকল্প নির্বাচন এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের আইনি বাধ্যবাধকতা বিসিসিটিএফ এ নেই। এমনকি প্রকল্প বাছাই কালে (বিসিসিটিএফ এর ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে) জলবায়ু সহিষ্ণু ঘরের নকশার যথার্থতাও যাচাই করা হয়নি।

সরকারি/বেসরকারি প্রকল্প অনুমোদনে রাজনৈতিক প্রভাব: জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মানচিত্র অনুযায়ী তহবিল বরাদ্দে আইনি বাধ্যবাধততা না থাকায় এবং প্রকল্প নির্বাচন সংক্রান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ না করা ও একইসাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব না থাকায় সরকারি/বেসরকারি প্রকল্পে রাজনৈতিক বা অন্যান্য প্রভাবের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যেমন, বিসিসিটিএফ তহবিলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত চর-মাইনকা, চর-ইসলাম, চর-মন্তাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প নির্বাচনে নীতি নির্ধারকদের রাজনৈতিক বিবেচনাকে প্রাধান্য দেওয়া। উল্লেখ্য, বিসিসিটিএফ ট্রাস্টি বোর্ড এর পক্ষে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পিকেএসএফকে মাত্র একটি নোটিশের মাধ্যমে এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত করে। তবে, এ বিষয়ে কোন কর্মপন্থা (Terms of Reference) বা এ সংক্রান্ত কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

সরকারি প্রকল্প নির্বাচনে স্থানীয় পর্যায়ে যথাযথ তথ্য যাচাইয়ে ঘাটতি: সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে প্রকল্পটি কতখানি সম্পৃক্ত তা যাচাইয়ের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের হলেও বাস্তবে খুব কম প্রকল্পে তা যাচাই করা হয়। এমনকি, যথাযথ চাহিদা এবং সামর্থ্য বিবেচনা না করে সংরক্ষিত বনের অস্তিত্ব/তথ্য গোপন করে বিসিসিটিএফ হতে প্রকল্প অনুমোদনের ঘটনাও চিহ্নিত করা হয় (টিআইবি গবেষণা, ২০১২)।

বেসরকারি/এনজিও প্রকল্প নির্বাচনে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি অর্থায়নে হ্রাসকৃত অগ্রাধিকার: বিসিসিএসএপি’র ঝুঁকি ম্যাপ অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় যেমন খুলনা (৬.৫%) ও সাতক্ষীরায় (১.২%) বিসিসিটিএফ হতে স্বল্প পরিমাণ তহবিল বরাদ্দ ও প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।[১৭] এমনকি বাগেরহাট এলাকায় কোনো তহবিল বরাদ্দ করা হয়নি। অন্যদিকে, টাঙ্গাইল, গাইবান্ধা, রাজশাহী ও নবাবগঞ্জ জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলবায়ু পরিবর্তনে খরা ও বন্যায় আক্রান্ত হলেও কম ঝুঁকিপূর্ণ টাঙ্গাইল সদর, গাইবান্ধা সদর, রাজশাহী ও নবাবগঞ্জ সদরে প্রকল্প বরাদ্দ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এলাকা, বিসিসিএসএপি’র নির্ধারিত থিম এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থায়ন অগ্রাধিকার খাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এনজিও প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন এবং প্রকল্প এলাকা নির্বাচনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এবং এনজিওদের অংশগ্রহণ: ২১টি এনজিও প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্প প্রস্তাবগুলো তৈরি এবং প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এলাকার ও ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। অন্যদিকে, অধিকাংশ এনজিও ৪.৫ হতে ৫ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব এবং তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্ম পরিকল্পনা জমা দিলেও নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তার সাথে আলোচনা না করে সংশোধিত বাজেট ২০-৩০ লক্ষ টাকায় সংকুচিত করায় কর্ম পরিকল্পনার সাথে বাজেটের সামঞ্জস্য থাকেনি। ফলে, এনজিওগুলো অনুমোদিত তহবিল এবং প্রদত্ত সময়ের মধ্যে কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করতে আগ্রহী নয়।

---

১৬ অভিযোগ রয়েছে কপ সম্মেলনে যোগদানের নামে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে নাম অন্তর্ভুক্ত করা হলেও বাস্তবে উচ্চ পদস্থ কিছু ব্যক্তির সহযোগে বিসিসিটিএফ’র প্রতিনিধি হিসাবে বিদেশে গেলেও কপ সম্মেলন শেষে আর ফিরে আসেনি।

[১৭] জুন ২০১৩ পর্যন্ত ১৩৯ টি অনুমোদিত প্রকল্পের হিসাবে তৈরি হয়

নির্বাচিত এনজিওদের কাজের ক্ষেত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতার ঘাটতি: এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালায় দুর্বলতার কারণে প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে সব ধরনের এনজিও'র অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। ফলে নির্বাচিত ৫৫টি এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিশ্লেষণে দেখা যায়, মাত্র ১৭টি প্রতিষ্ঠানের কোনো না কোনোভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। নির্বাচিত অধিকাংশ এনজিও অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়নে কতখানি কার্যকর ভুমিকা রাখবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

বেসরকারি/এনজিও প্রকল্প নির্বাচনে মাঠ পর্যায়ে তথ্য যাচাইয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম: টিআইবি বিসিসিটিএফ তহবিল প্রাপ্ত ৪০ টি এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে যে চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে তা হলো, আইনী প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী/পরিচালনা পর্ষদ রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকা, পিকেএসএফ প্রদত্ত ঠিকানা অনুযায়ী এনজিও'র অবস্থান খুঁজে না পাওয়া, রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে প্রকল্প প্রাপ্তি, বাধ্যতা সত্ত্বেও প্রকল্প এলাকায় অফিস না থাকা, বসবাসরত বাসা লিয়াজো অফিস হিসেবে ব্যবহার, নির্বাচিত এনজিও কর্তৃক অন্য প্রকল্প বাবদ অর্থ আত্নসাৎ; এবং প্রাক্কলনের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (২০%) 'কমিশন' হিসেবে গ্রহণের অভিযোগ উল্লেখযোগ্য।

৬. জলবায়ু তহবিল বাস্তবায়ন

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্যকর এবং তথ্য-ভিত্তিক টেকসই অভিযোজন, প্রশমন এবং সক্ষমতা অর্জনে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন তহবিল (চিত্র ৯) থেকে সার্বিকভাবে অনুমোদিত প্রায় ৮৬০.৬৩ মিলিয়ন ডলারের মধ্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয় সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ প্রায় ৩১ শতাংশ বরাদ্দ পেয়েছে এবং বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পগুলোর অধিকাংশই ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ও রাস্তা নির্মাণ সংশ্লিষ্ট। এরপরই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয় প্রশমন অর্থাৎ সৌর বিদ্যুৎ ইউনিট স্থাপন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ পেয়েছে এবং এ অর্থের প্রধান উৎস বিশ্বব্যাংকের জিইএফ। তৃতীয় সর্বোচ্চ (প্রায় ১৭ শতাংশ) বরাদ্দ পেয়েছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং অর্থের প্রধান উৎস বিসিসিটিএফ। এ তহবিল মুলত উপকূলীয় ও নদী রক্ষা বাঁধ নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ, নদী ও খাল সংরক্ষণ ও নাব্যতা রক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে ব্যয় করা হচ্ছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের জলবায়ু তহবিল অনুমোদন সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন প্রকল্প বাবদ মোট অনুমোদিত তহবিলের প্রায় ১০ শতাংশ অর্থ ব্যয় করেছে। উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম ঝুঁকির শিকার নারী ও শিশুদের জন্য মোট অনুমোদিত অর্থের মাত্র ০.১১ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

চিত্র ৯: বাস্তবায়নকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জলবায়ু তহবিল প্রাপ্তি

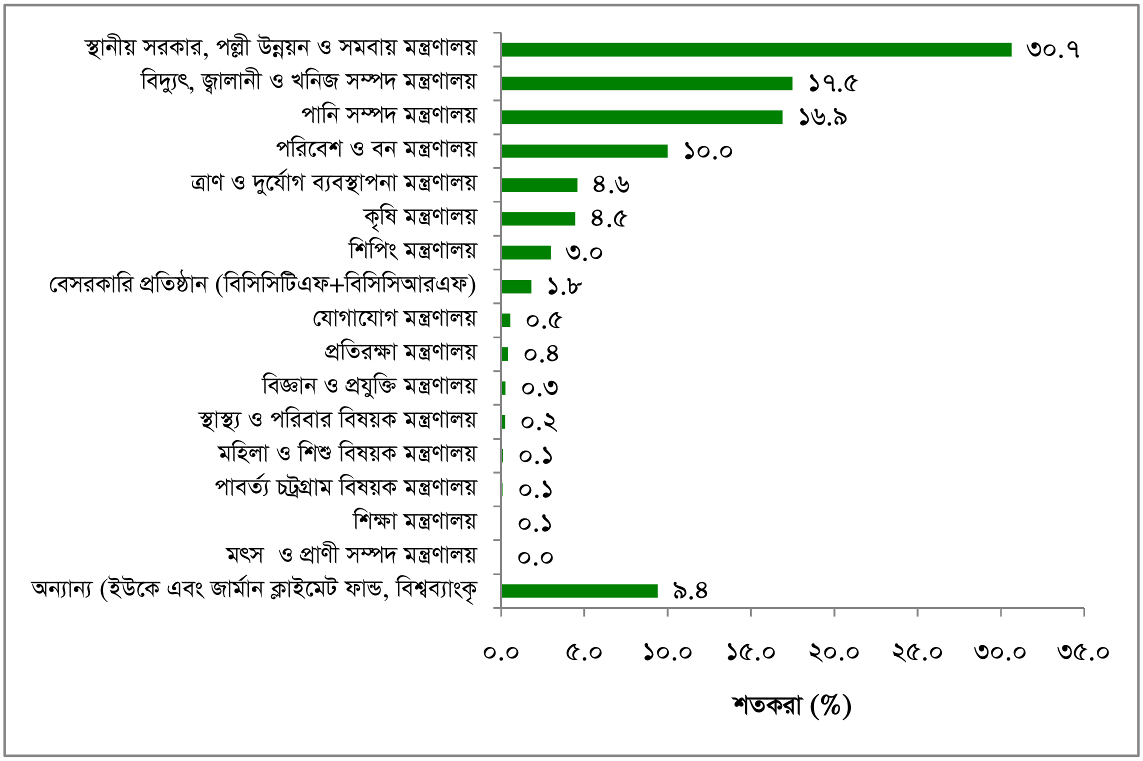

উৎস: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়. বিশ্বব্যাংক এবং ক্লাইমেটফান্ডসআপডেট এর ওয়েবসাইট হতে জুন ২০১৪ এ সংগৃহীত

সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়ন

বিসিসিটিএফ হতে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ২০৭টি প্রকল্পে ২৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমানের তহবিল অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বিসিসিটিএফ'র এসব প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১৬ কি.মি. উপকূলীয় ও নদী রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, ৫৩৫ কি.মি. খাল খনন, ৪৪টি পানি নিয়ন্ত্রণ রেগুলেটর ও ১৬৬ কি.মি. পানি নিষ্কাশন চ্যানেল নির্মাণ, ৭৪০টি নলকূপ স্থাপন, ৭,৮০০ বায়োগ্যাস প্লান্ট বিতরণ, ৫,২৮০০ উন্নত চুলা বিতরণ, ১২,৮৭২টি সৌর বিদ্যুৎ ইউনিট, ৩০টি পুকুরের পানি পরিষ্কার ফিল্টার এবং ৫০টি পানি ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও ৫৫০টি বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা নির্মাণ, জলবায়ু সহিষ্ণু ধানের চারা (বিনা-৭, ব্রি ধান-৪০) উদ্ভাবন, প্রায় ১৪৪ মিলিয়ন গাছের চারা রোপনের মাধ্যমে ৪,৯৭১ হেক্টর বনভূমি বনায়নের আওতায় আনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে তহবিল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিসিসিআরএফ হতে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকেও প্রায় ১৪৬.১ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ও সংস্কার, বনায়ন, সৌর বিদ্যুৎ ইউনিট স্থাপন, খাদ্য গুদাম নির্মাণ, পিকেএসএফ'র মাধ্যমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে তহবিল বরাদ্দ এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বরাদ্দ করা হয়েছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি: প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য স্থানীয় পর্যায়ে প্রকাশের কথা থাকলেও বাস্তবে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান বা নিযুক্ত ঠিকাদার কর্তৃক কোন কোন এলাকায় একেবারেই তথ্য প্রকাশ না করায় প্রকল্প বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর তদারকি সম্ভব হয়না। এতে প্রকল্প কাজের গুণগত মান হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যেমন, বিসিসিআরএফ এবং বিসিসিটিএফ'র বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় ঠিকাদার কর্তৃক কাজের এবং উপকরণ তালিকা প্রকাশ না করা; উন্নত দেশসমূহ (এ্যানেক্স ভুক্ত উন্নত দেশসমূহ) কর্তৃক ক্ষতিপূরণ বাবদ উন্নয়ন সহায়তার বাইরে 'নতুন' এবং 'অতিরিক্ত' তহবিলের ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা হলেও বাস্তবে তা ঋণ হিসাবে

এবং তহবিলের উৎস হিসাবে বিশ্বব্যাংককে দেখানো হয়েছে। এমনকি অর্থের প্রকৃত উৎস (ঋণ না অনুদান) সম্পর্কে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দও অবহিত নয়। প্রকল্প পরিদর্শনে দেখা যায়, স্থানীয় জনগোষ্ঠী চাইলেও প্রকল্প ব্যয় সম্পর্কে জানতে সক্ষম হয়না।

অভিযোজন প্রকল্প বাস্তবায়নে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সীমিত অংশগ্রহণ: যেকোন অভিযোজন প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে কাঙ্খিত জনগোষ্ঠীর মতামত গ্রহণ জরুরি হলেও তা সঠিকভাবে সংগ্রহ না করায় বাস্তবে অকার্যকর অভিযোজন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। নির্মাণ কাজে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা থাকলেও জমি/স্থান নির্বাচনে কোথাও কোথাও স্থানীয় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মতামত গ্রহণ করা হলেও নির্মাণ কাজ তদারকিতে স্কুল কমিটি ও স্থানীয় লোকদের কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত না করায় প্রকল্প কাজের গুণগত মান নিশ্চিত হয়না।

ক্ষেত্রবিশেষে পরিবেশগত, ভৌগলিক ও সামাজিক প্রভাব নির্ণয় ছাড়াই রাজনৈতিক বিবেচনায় সরকারি/বেসরকারি প্রকল্প অনুমোদন: প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে বিশেষকরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব যাচাই বর্তমানে বাধ্যতামূলক হলেও অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক তথ্য ও উপাত্তভিত্তিক ভৌগোলিক এবং সামাজিক প্রভাব যাচাই ছাড়াই অভিযোজনের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। এমনকি সংরক্ষিত বনের অবস্থান গোপন করে কোন ধরনের পরিবেশগত প্রভাব যাচাই ছাড়াই প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন করা হয়।

ঠিকাদার নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি ক্রয় আইন অমান্য: প্রকল্পের ঠিকাদার নিয়োগে রাজনৈতিক এবং স্বজনপ্রীতির অভিযোগ মাঠ পর্যায়ে সত্যতা পাওয়া যায়। মূল ঠিকাদার কর্তৃক সরকারি ক্রয় আইন লংঘন করে উপ-ঠিকাদার নিয়োগ করেছে। যেমন, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের প্যাকেজ থেকে ২টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ কাজের জন্য সাব-কন্ট্রাক্টর নিয়োগ করে।

বাস্তবায়ন পর্যায়ে কাজের গুণগত মান এবং জবাবদিহিতার ঘাটতি: স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তদারকি এবং সততার চর্চার ওপর নির্ভর করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের গুণগত মান। টিআইবি'র পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু ঘর নির্মাণের দুই মাসের মধ্যে ছাদ এবং মেঝের নির্মাণ উপকরণ ভেঙে পড়েছে; কোন দক্ষ প্রকৌশলী ছাড়াই ক্রসড্যামের ন্যায় জটিল প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ; নিম্ন মানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের ফলে কাজ বন্ধ করে দেওয়া সহ বিভিন্ন অনিয়মের সত্যতা পাওয়া যায় (টিআইবি গবেষণা, ২০১২, ২০১৩)। মাঠ পর্যায়ে এসব অভিযোগ নিরসনের কার্যকর ব্যবস্থাও অনুপস্থিত।

টেকসই ব্যবস্থা ছাড়াই অভিযোজনের নামে অর্থ অপচয়: অভিযোজন প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং একইসাথে অভিযোজনকারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ হতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঝুঁকির নির্ভরযোগ্য তথ্যেও ঘাটতি ও ক্ষেত্রবিশেষে স্বল্পকালীন অর্জনকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় দীর্ঘমেয়াদে টেকসই অভিযোজন অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে। যেমন, বিসিসিটিএফ হতে প্রায় ২২.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে হাইক্কার খাল ও নারায়ণগঞ্জের চারারগোপে সঞ্চিত পলিথিন ও বিভিন্ন বর্জ্য অপসারণ করলেও বিপুল পরিমাণ অশোধিত বর্জ্যের পুনঃপ্রবেশ রোধে স্লুইস গেট বন্ধ না করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করায় খনন ও বর্জ্য অপসারণের পরও নদীর নাব্যতা রক্ষা হচ্ছেনা। ফলে, পুরো প্রকল্পের কাজ ভেস্তে যাচ্ছে। এ ধরনের অপরিকল্পিত কার্যক্রম কখনো অভিযোজনের আওতায় পড়তে পারেনা।

এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

অপরিকল্পিত অভিযোজন প্রকল্প গ্রহণ: অভিযোজন প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের অভ্যাস, প্রদত্ত সুবিধার মান ও প্রকল্পের দীর্ঘস্থায়িত্বকে বিবেচনা না করে শুধু বেশি জনগোষ্ঠীকে প্রকল্পের সুবিধা প্রদানের কথা বিবেচনা করায় টেকসই অভিযোজন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছেনা। ক্ষেত্রবিশেষে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবও যাচাই করা হচ্ছেনা।

প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতার ঘাটতি: বিসিসিটিএফ'র প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ৪০টি এনজিও'র মধ্য মাত্র ৪টি এনজিও'র সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে কাজের অভিজ্ঞতা না থাকলেও প্রতিষ্ঠানটি বিসিসিটিএফ থেকে পরিবেশবান্ধব চুলা বিতরণের প্রকল্প পায়। এমনকি অনুমোদিত কয়েকটি এনজিও'র মূল কার্যালয় ও বসবাসরত বাসাকে লিয়াজো অফিস হিসাবে ব্যবহার এবং প্রকল্প এলাকায় কোন কার্যক্রম খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাধ্যতা সত্ত্বেও প্রকল্প এলাকায় কোন কার্যালয় না থাকায় একটি প্রকল্প মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও একটি এনজিও'র ৪টি প্রকল্প এলাকার মধ্য মাত্র ২টির কাজ শুরু করতে সক্ষম হয়।

প্রকৃত জলবায়ু সহিষ্ণু ঘরের নকশা সম্পর্কে অস্পষ্টতা: বিসিসিটিএফ হতে বরাদ্দকৃত তহবিলে এনজিও জলবায়ু সহিষ্ণু ঘরের নামে টিনের ঘর নির্মাণ করে; অন্যদিকে দূর্যোগ অধিদপ্তর চারটি দেয়ালের ওপর ছাদ দিয়ে তাকে ঘূর্ণিঝড় সহনীয় ঘর বলে দাবি করে। বাস্তবে, দুটির একটিও আদৌ ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু ঘর কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা ও সততার ঘাটতি: মাঠ পর্যায়ে ৪০টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনায় জানা যায়, প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক/পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের কেউ কেউ প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে জড়িত থাকায় রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে প্রকল্প পেয়েছেন। অনুমোদিত তহবিলের প্রায় ২০% 'কমিশন' হিসাবে প্রকল্প অনুমোদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রদানের মাধ্যমেও প্রকল্প প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রকল্প প্রস্তাবে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নাম না থাকলেও কোন কোন এনজিও প্রভাবশালীদের সংশ্লিষ্ট এনজিওকে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে নিযুক্ত করে। এমনকি প্রকল্প উপকরণ যেমন, জ্বালানি সাশ্রয়ী চুলা প্রাক্কলিত দামের চেয়ে কম দামে ক্রয় করে সরবরাহের মাধ্যমে মুনাফার অভিযোগও রয়েছে।

৭. তদারকি, নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএন্ডএজি), পরিকল্পনা কমিশনের বাস্তবায়ন, তদারকি এবং মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো বাংলাদেশে সরকারি অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পে অর্থায়ন পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন এবং সত্যতা যাচাইয়ে মূল ভূমিকা পালনকারী। অন্যদিকে ক্রয় পরিবীক্ষণের যেকোন দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছে আইএমইডি'র উপর। সিএন্ডএজি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ নিরীক্ষা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান। সংবিধান সিএন্ডএজিকে সব ধরনের সরকারি তহবিলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রদান করেছে বিধায় সিএন্ডএজি জলবায়ু অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পগুলোর আর্থিক নিরীক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা (compliance) নিরীক্ষা, কর্ম (performance) নিরীক্ষা এবং পরিবেশগত নিরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত। পাশাপাশি সিভিল অডিট অধিদপ্তরের মতে, সকল বিভাগ, জেলা, ও উপজেলা পর্যায়ে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর সব হিসাব নিরীক্ষার সাথে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প নিরীক্ষাও সিএন্ডএজি'র দায়িত্ব (ওসিএন্ডজি, ২০১৩)। এখানে উল্লেখ্য যে, কোনো বেসরকারি অডিট ফার্ম কোনো প্রকল্প নিরীক্ষা করার পরও সিএন্ডএজি তার সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে সেই প্রকল্প নিরীক্ষা করতে পারে যা জলবায়ু তহবিলে পরিচালিত প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কাজেই, বেসরকারি ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষা সিএন্ডএজি'র নিরীক্ষার বিকল্প হতে পারেনা (ওসিএন্ডজি, ২০১৩)। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত সব প্রকল্প/কর্মসূচি এবং স্থানীয় ও রাজস্ব নিরীক্ষা অধিদপ্তর (এলআরডি)-এর নিরীক্ষার আওতায় পড়ে এমন সব পতিষ্ঠান এলআরডি'র মহা-পরিচালক কর্তৃক নিরীক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, বিসিসিটি'র মতে, বিসিসিটিএফ'র তহবিল ও তহবিল ব্যবস্থাপনার নিরীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত কোন অডিট আপত্তি পাওয়া যায়নি। বিসিসিটি ইতিমধ্যে তাদের সমস্ত প্রকল্প অডিটের জন্য সিএন্ডএজি কার্যালয়ে পাঠিয়েছে বলেছে দাবি করেছে এবং ইতিমধ্যে ১৪টি প্রকল্পের নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি প্রকল্পগুলোর নিরীক্ষার কাজ বর্তমানে চলছে[১৮]।

[১৮] টিআইবি কর্তৃক ৯ জুলাই ২০১৪ তারিখের মত বিনিময় সভায় বিসিসিটি'র এমডি কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্য

সারণি ৩: তদারিক, নিরীক্ষা এবং মূল্যায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান

বিসিসিটিএফ (সরকারি প্রকল্প)	পিকেএসএফ এর তত্ত্বধানে বেসরকারি প্রকল্প		বিসিসিআরএফ (সরকারি)
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বিসিসিটি, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান, সিএন্ডএজি, আইএমএডি	বিসিসিটিএফ	বিসিসিআরএফ	বিশ্ব ব্যাংক, সিএন্ডএজি, সরকার ও বিশ্বব্যাংক নির্ধারিত ৩য় পক্ষ
	পিকেএসএফ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, সিএজি, সিপিটিইউ	পরিচালনা পরিষদ, আইএমএডি, পিকেএসএফ, বিশ্ব ব্যাংক নির্ধারিত ৩য় পক্ষ	

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিসহ সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রীয় ও শীর্ষ সংগঠন হচ্ছে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বা আইএমইডি (আইএমইডি, ২০১২)। গাইডলাইন অনুযায়ী, আইএমইডি প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করার দায়িত্বে নিয়োজিত। বিসিসিটিএফ হতে তহবিল বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে ৩০ জুনের পূর্বে প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে নির্ধারিত ফরমেটে অর্থবছরের বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন বিসিসিটি'র নিকট পেশ করতে হয়। এতে ব্যয়িত এবং অব্যয়িত অর্থের বিস্তারিত বিবরণ থাকে (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ২০১২)। প্রকল্প সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিসিসিটি'র নিকট প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পেশ করে। বিসিসিটি প্রতিবেদনটি নিজেরা পর্যালোচনা করে এবং প্রতিবেদনটির ওপর আইএমইডি'র মতামত নিয়ে বিসিসিটিবি'র নিকট পেশ করে। এনজিও অর্থায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে পিকেএসএফ বিসিসিটিএফ'র সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প এবং কর্মসূচির প্রতিবেদন বিসিসিটি'র নিকট পেশ করে এবং ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে দায়বদ্ধ থাকে (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ২০১২)।

বিসিসিআরএফ'র সচিবালয়ের ভূমিকা এবং সমন্বয়কারী হিসাবেও দায়িত্ব পালন করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। বিশ্বব্যাংক দ্বিপাক্ষিক জলবায়ু তহবিল পরিবীক্ষণ, তদারকি এবং যাচাইয়ের ভূমিকা পালন করে। বিশ্বব্যাংক বাস্তবায়নকারী সরকারি সংস্থাগুলো কর্তৃক পেশকৃত বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও সমন্বয় করে। উপরন্তু, প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর নিজস্ব ব্যবস্থাও রয়েছে। সিএন্ডএজি'র মতো সর্বোচ্চ ও স্বাধীন নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো চার্টার্ড হিসাবরক্ষণ ফার্ম অথবা বাংলাদেশের দাতাগোষ্ঠির অর্থায়নে পরিচালিত সকল প্রকল্প নিরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বৈদেশিক সহায্যপুষ্ট প্রকল্প নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ফাপাদ) কে নিরীক্ষার জন্য মেনে নেওয়ার ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার উভয়ে সম্মত (বিসিসিআরএফ, ২০১০)। বিসিসিআরএফ এর বাইরেও অন্যান্য বৈদেশিক অর্থে বাস্তবায়িত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা প্রযোজ্য। পিকেএসএফ-এর অধীনস্থ এনজিও প্রকল্পগুলো সিএন্ডএজি কর্তৃক নিরীক্ষিত হবে। সেইসাথে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশের সরকারের পরস্পর সম্মত নীতিমালা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন ও যাচাই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন (ওসিএন্ডএজি, ২০১৩)।

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জঃ

তদারকি, নিরীক্ষা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আইনী সীমাবদ্ধতাঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বিসিসিটি বিসিসিটিএফ'র প্রকল্পগুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং তদারকির ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং সমন্বয়ের কাজ করে। বর্তমানে অনুমোদিত সরকারি এবং বেসরকারি ২৭০ টি প্রকল্প সারাদেশব্যাপী বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিসিসিটি'র যে পরিমাণ জনবল রয়েছে তাদের দিয়ে ২০৭ টি সরকারি প্রকল্পের কাজ সমন্বয় এবং তদারকি কঠিন। অধিকন্তু, বিসিসিটিএফ বা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা এবং এজন্য বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসার এখতিয়ারও সীমিত। ফলে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো বিসিসিটি/বিসিসিটিবি'র নিকট প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পেশ করলেও মাঠ পর্যায়ে কাজের অগ্রগতি চিহ্নিত করা ছাড়া কোন অভিযোগের বিপরীতে কাউকে

জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারেনা। একে শক্তিশালী এবং আরও কার্যকর করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের বিধান রয়েছে।

বিসিসিটিএফ প্রকল্প নিরীক্ষায় আইএমইডি'র দায়িত্ব নিয়ে অস্পষ্টতা: বিসিসিটিএফ তাহবিলে বাস্তবায়িত চারটি প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য বিসিসিটি আইএমইডি'র নিকট পাঠায় যা ইতিমধ্যে মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। সর্বশেষ মোট ২৫টি প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য বিসিসিটি আইএমইডি'র নিকট পাঠিয়েছে। বাঁকি প্রকল্পগুলো পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য বিসিসিটি'র সাথে আইএমইডি'র আলোচনা চলছে। কারণ বিসিসিটিএফ'র প্রকল্পগুলো এডিপি'র বাইরে হওয়ায় প্রকল্প মূল্যায়ন ব্যয় বাবদ আইএমইডি'র ব্যয় মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দের বিষয়ে বিসিসিটি'র সাথে আলোচনা চলছে এবং পরবর্তী বিসিসিটিএফ'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় অনুমোদন বরাদ্দের বিষয়টি চুড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট ইউনিট না থাকায় বা আইএমইডিকে কোন দিকনির্দেশনা না দেওয়ায় ভবিষ্যতে বিসিসিটিএফ/বিসিসিআরএফ প্রকল্পের নিরীক্ষা কবে ও কিভাবে হবে তা স্পষ্ট নয়। এসব প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন পেতে ক্ষেত্রবিশেষে ২ থেকে ৩ বছর ও লেগে যেতে পারে[১৯]।

বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ'র পক্ষ থেকে সিএন্ডএজি কার্যালয়ের সাথে সমন্বয়ে ঘাটতি: সিএন্ডএজি বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পগুলোর সব ধরনের আর্থিক নথিপত্র ও কার্যক্রম নিরীক্ষা করা এবং সরকার ও ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করার কথা। সম্প্রতি যদিও সিএন্ডএজি বিসিসিটিএফ এর আওতায় বাস্তবায়িত কিছু প্রকল্পের নিরীক্ষার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে (সাক্ষাতকার, ২০১৩)। কিন্তু বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাসের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিসিসিটি এবং বিশ্বব্যাংকের আরও কার্যকরভাবে সিএন্ডএজি কার্যালয়ের সাথে সমন্বয়ের বিকল্প নেই যা বর্তমানে অনেকাংশে অনুপস্থিত।

ক্রয় আইনে সামঞ্জস্যহীনতা: বিসিসিটিএফ প্রকল্প বাস্তবায়নে সিপিটিইউ সরকারি ক্রয় আইন অনুসরণ করে তহবিলের উৎস নির্বিশেষে সব সরকারি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। ক্রয় বিধিমালা অনুযায়ী সিপিটিইউ দৈবচয়নের ভিত্তিতে জলবায়ু অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টেন্ডার অর্ডার, এডভাইস এবং নথিপত্র যাচাই করে থাকে। যদিও বিসিসিটিএফ প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি ক্রয়নীতি মেনে চলে কিন্তু বিসিসিআরএফ'র অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে সংস্থাগুলো বিশ্বব্যাংকের নির্ধাকিত ক্রয় নীতিমালা মেনে চলে যা জাতীয় অর্থ ব্যবস্থার পরিপন্থী।

পিকেএসএফ কর্তৃক প্রকল্প নিরীক্ষায় দিকনির্দেশনার ঘাটতি: যেহেতু পিকেএসএফ তহবিল ব্যবস্থাপনা বাবদ বিসিসিটিএফ থেকে কোন অর্থ গ্রহণ করেনা, সেহেতু পিকেএসএফ'র মাধ্যমে প্রকল্পগুলো কিভাবে মূল্যায়িত হবে এবং পিকেএসএফ'র মত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান কোন উৎস থেকে প্রকল্প পরিচালনা ব্যয় বহন করবে সে বিষয়টি নিয়ে অস্বচ্ছতা রয়েছে। এ বিষয়ে বিসিসিটি'র দায়িত্ব সম্পর্কেও দিক নির্দেশনা নেই।

সক্ষমতা, তদারকির জন্য সম্পদ স্বল্পতা: দুর্গম এলাকা (ভৌগোলিক অবস্থানগত বিচ্ছিন্নতা ও অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা) পরিদর্শনের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দে অপ্রতুলতার কারণে সরকারি কর্মকর্তাদের তদারকির কাজে আগ্রহের অভাব দেখা যায়। সঠিক তদারকি ও প্রয়োজনীয় সম্পদ ও জনবলের ঘাটতির দরুণ তদারকির কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয়না। ফলে পর্যাপ্ত তদারকির অভাবে কাজের গুণগত মানের ওপর সরাসরি প্রভাব পড়ছে। দুর্বল জাবাবদিহিতার এটাও অন্যতম কারণ। বিভিন্ন বনায়ন প্রকল্পে ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কতটা সঠিকভাবে অর্থ ব্যবহার হচ্ছে এবং এসব প্রকল্পের প্রভাব কতখানি তা মূল্যায়ন হওয়া জরুরি।

বিসিসিআরএফ'র তৃতীয় পক্ষ তদারকির অকার্যকারিতা: বিসিসিআরএফ'র আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প কার্যক্রম তদারকির জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক এর পক্ষ হতে 'তৃতীয় পক্ষ তদারক'

[১৯] টিআইবি আয়োজিত জলবায়ু তহবিলে অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা শীর্ষক ৯ জুলাই ২০১৪'র মতবিনিময় সভায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে

হিসাবে স্থানীয় পর্যায়ে ফিল্ড রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (এফআরই) নিয়োগ করা হয়। কিন্তু, এফআরইদের আলাদা অফিস না থাকায় এবং এলজিইডি অফিসে বসার কারণে অনেক ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারেনা ফলে তার এলজিইডি এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান উভয় পক্ষের চাপের মুখে থাকে। এমনকি নির্মাণ সামগ্রীর মান যাচাইয়ের রিপোর্ট পাওয়ার আগেই এ সংক্রান্ত ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করতে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার যোগসাজশে ঠিকাদার এফআরই'র ওপর চাপ প্রয়োগ করে। কোন কোন স্থানে প্রাণ নাশের হুমকির সম্মুখীন হওয়ার ফলে এক বছরের মধ্যে একটি প্রকল্প এলাকা হতে ১২ জন এফআরই চাকরি ছেড়ে চলে যায়।

৮. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সার্বিকভাবে বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী দেশগুলো প্রতিশ্রুতির তুলনায় অগ্রগতি সামান্য; তহবিলের মাত্র ৭.২% অর্থ ছাড় করেছে। অন্যদিকে 'সবুজ জলবায়ু তহবিল' হতে অর্থায়নে তেমন অগ্রগতি হয়নি এবং এর কার্যক্রম শুরুর ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো হলো প্রতিশ্রুতির তুলনায় স্বল্প তহবিল প্রবাহ, প্রকল্প/কর্মসূচি বাবদ কোন তহবিল বরাদ্দ না করা: অভিযোজনের জন্য যথার্থ তহবিল বরাদ্দে অনিশ্চয়তা; জিসিএফকে উন্নত দেশগুলোর ব্যবসায় ব্যবহারের আশংকা; এবং সার্বিকভাবে সবুজ জলবায়ু তহবিলের ব্যবস্থাপনা কাঠামোয় ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশংকা রয়েছে।

বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল গঠন ও অর্থায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে এবং জুন ২০১৪ পর্যন্ত বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ উভয় তহবিলে প্রায় ৩৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুমোদন করা হয়। তথাপি, বাংলাদেশে তহবিল ছাড়/সংগ্রহে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ হলো, জাতীয় অর্থায়নের তুলনায় উন্নত দেশের অর্থায়ন অনেক কম, বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ নতুন তহবিল বরাদ্দ না করায় সার্বিক অভিযোজন কার্যক্রমে ঝুঁকি, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিভিত্তিক তহবিল বরাদ্দে ঘাটতি, উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক প্রশমন বা কার্বন নিঃসরণে উল্লেখযোগ্য তহবিল বরাদ্দ, সবুজ জলবায়ু তহবিল হতে অর্থ সংগ্রহে প্রস্তুতির ঘাটতি অন্যতম।

উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে জলবায়ু পরিবর্তনকে সমন্বিত করে পরিকল্পনা এবং অর্থায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় জরুরি হলেও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ হলো, বিসিসিএসএপি বাস্তবায়নে খাতভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়হীনতা, বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ এর মধ্য সমন্বয়হীনতা, যার ফলে ক) তহবিল বরাদ্দে জাতীয় স্বার্থের চেয়ে রাজনৈতিক বা অন্য কোনো স্বার্থ প্রাধান্য পাওয়া; খ) একই বাস্তবায়নকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান সমন্বিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রকল্প অনুমোদন এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের সুযোগ পাচ্ছেনা, এবং গ) সততা্যা যাচাইয়ের সুযোগ কম থাকায় একই প্রকল্পে ভিন্ন নামে একাধিকবার তহবিল প্রাপ্তির সুযোগ থেকে যাচ্ছে।

প্রকল্প অনুমোদন এবং যাচাই এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ হলো অভিযোজন খাতে প্রয়োজনের তুলনায় কম বরাদ্দ, তহবিল বরাদ্দে নাগরিক সমাজের নগণ্য অংশগ্রহণ, বিসিসিআরএফ প্রকল্প অনুমোদনে ধীরগতি, তহবিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের তথ্য প্রকাশে ঘাটতি, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট ঘাটতি, প্রকল্প নির্বাচনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে আইনী বাধ্যবাধকতা না থাকা, সরকারি/বেসরকারি প্রকল্প অনুমোদনে রাজনৈতিক প্রভাব, প্রকল্প নির্বাচনে স্থানীয় পর্যায়ে যথাযথ তথ্য যাচাইয়ে ঘাটতি, বেসরকারি প্রকল্প নির্বাচনে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি অর্থায়নে হ্রাসকৃত অগ্রাধিকার, প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন এবং প্রকল্প এলাকা নির্বাচনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এবং এনজিওদের অংশগ্রহণ, নির্বাচিত এনজিওদের কাজের ক্ষেত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতার ঘাটতি এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্য যাচাইয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, যেমন আইনি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী/পরিচালনা পর্ষদ রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকা, পিকেএসএফ'র ঠিকানা অনুযায়ী এনজিও'র অবস্থান খুঁজে না পাওয়া, রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে প্রকল্প প্রাপ্তি অন্যতম।

জলবায়ু তহবিল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিসিসিটিএফ অর্থায়নে বেশি সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়িত হলেও সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ হলো, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি, অভিযোজন প্রকল্প বাস্তবায়নে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সীমিত অংশগ্রহণ, প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা না করা, ঠিকাদার নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি ক্রয়

আইন অমান্য, বাস্তবায়ন পর্যায়ে কাজের গুণগত মান এবং জবাবদিহিতার ঘাটতি; এবং টেকসই ব্যবস্থা ছাড়াই টেকসই অভিযোজনের নামে অর্থ অপচয় অন্যতম। অন্যদিকে, এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নে অপরিকল্পিত অভিযোজন প্রকল্প গ্রহণ, প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি, প্রকৃত জলবায়ু সহিষ্ণু ঘরের নকশা সম্পর্কে অস্পষ্টতা এবং বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা ও সততার ঘাটতি প্রধান চ্যালেঞ্জ।

৯. জলবায়ু তহবিল প্রাপ্তি ও কার্যকর ব্যবহারের সম্ভাবনা নিশ্চিতে সুপারিশ

ক) বৈশ্বিক পর্যায়ে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ

১) উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অভিযোজন বাবদ জিসিএফ ও অন্যান্য উতস হতে দ্রুত ও সহজে সংগ্রহযোগ্য প্রতিশ্রুত তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে;

২) জিসিএফ থেকে দ্রুত তহবিল পেতে বাংলাদেশ সহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতা অর্জনে জাতীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারণে জিসিএফ এবং বাংলাদেশ সরকারকে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৩) জিসিএফ'র সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোর কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে হবে।

খ) জাতীয় পর্যায়ে তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকর ব্যবহারে প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ

৪) বিসিসিটিএফ, বিসিসিআরএফ সহ অন্যান্য জলবায়ু তহবিল গ্রহণ, ছাড়, ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নে সরকার, বিশেষজ্ঞ, জনপ্রতিনিধি, ব্যক্তি খাত, ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যম প্রতিনিধির সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন "জলবায়ু অর্থায়ন কমিশন/কর্তৃপক্ষ"[২০] প্রতিষ্ঠা করা, যার দায়িত্ব হবে-

- জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত আইন ও নীতি প্রণয়ন, সংশোধন ও পরিমার্জন
- তহবিল সংক্রান্ত তথ্য এবং জ্ঞান ভাণ্ডার পরিচলনা
- আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সমন্বয়
- উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে জলবায়ু পরিবর্তনকে সমন্বিত করে কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন ও সুপারিশ
- সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু অর্থায়নে জড়িত সকল প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা
- তহবিল ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক আলোচনায় নেতৃত্ব প্রদান।

ক) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

৫) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আলোকে জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন, নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংক্রান্ত সকল তথ্যের সর্বোচ্চ স্বতঃপ্রণোদিত প্রকাশ ও সীমিত চাহিদা-ভিত্তিক তথ্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে;

৬) বিসিসিআরএফ সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত করতে এর ব্যবস্থাপক হিসাবে বিশ্বব্যাংকের রেজিলিয়েন্স ফান্ড সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে;

৭) জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি এবং ক্ষয়-ক্ষতি নিয়মিত মূল্যায়ন করে বিসিসিএসএপি'র কর্মসূচি প্রণয়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে এলাকা/খাত ভিত্তিক জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি বিবেচনায় তহবিল বরাদ্দে স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;

[২০] সংযুক্তি-৪ এ প্রস্তাবিত জলবায়ু অর্থায়ন কমিশনের প্রস্তাবিত রুপরেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

৮) জলবায়ু তহবিল ছাড়, প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী এবং অভিজ্ঞ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব বহির্ভূত বিশেষজ্ঞ/নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৯) জলবায়ু তহবিলে বাস্তবায়িত সব প্রকল্পের দৃশ্যমান ফলাফল দ্রুত নিরীক্ষা ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা এবং প্রাপ্ত ফলাফল সকল জনসমক্ষে প্রকাশ ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বা কার্যকর অভিযোজন নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ

আইপিসিসি ৫ম অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদন, অধ্যায় ২৪ (এশিয়া), পৃ. ১৭-২৩

Aaron Atteridge, C. K. (2009). *Bilateral Finance Institutions and Climate Change: A Mapping of Climate Portfolios.* Stockholm: Stockholm Environment Institute.

Ahmad, Q. K. (2011). Commonwealth High Level Meeting on Climate Finance; Some Developing Country Perspectives. Dhaka.

Arnab, B. (2011). Financial Gradients: a financial mechanism for climate or sustainable development action. *For the 17th Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change.* Durban, South Africa.

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কর্মকৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা ২০০৯

বিসিসিটি প্রতিবেদন, মে, ২০১৪

Bangladesh, W. B. (2011, November). Retrieved November 28, 2011, from www.worldbank.org.bd/bccrf: www.worldbank.org.bd

BCCRF. (2010). *Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) Implementation Manual.* BCCRF.

BCCRF. (2011). *Bangladesh Climate Change Resilience Fund; An Innovative Governance Framework.* Retrieved January 12, 2012, from Documents & Publications: http://www.bccrf-bd.org//Documents/pdf/one_pager_final_20Nov11[1].pdf

BCCRF. (2012). *BCCRF.* Retrieved September 10, 2012, from http://www.bccrf-bd.org//Documents/pdf/BCCRF%20Annual%20Report%202011%20(Feb%2012,%202012).docx.pdf

BCCRF. (2012). *Status of Funds, October 2012.* Retrieved 2012, from http://www.bccrf-bd.org//Documents/pdf/one%20pager%208Nov12%20final.pdf

BCCSAP. (2009). *Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan.* Dhaka: Ministry of Environment and Forest.

CIF. (2014). Retrieved December 2014, from http://www.climateinvestmentfunds.org/: http://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country-program-info/bangladeshs-ppcr-programming

CIF. (2014). *Bangladesh's PPCR Programming*. Retrieved August 2012, from https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country-program-info/bangladeshs-ppcr-programming

ClimateFundsUpdate. (2014) Retrieved December 25 June, 2014, from http://www.climatefundsupdate.org/.

CliamteFundsUpdate. (2013). *Japan's Fast Start Finance*. Retrieved June 15, 2013, from http://www.climatefundsupdate.org/listing/hatoyama-Initiative

Climate Funds Update. (2013). *Pilot Program for Climate Resilience*. Retrieved 2012, from http://www.climatefundsupdate.org/listing/pilot-program-for-climate-resilience

ClimateFundsUpdate. (2013). *Least Developed Countries Fund*. Retrieved June 15, 2013, from http://www.climatefundsupdate.org/listing/least-developed-countries-fund

ClimeteFundsUpdate. (2013). *GEF Trust Fund - Climate Change focal area*. Retrieved June 15, 2013, from http://www.climatefundsupdate.org/listing/gef-trust-fund

Equitybd. (2012). *Don't Allow World Bank Fiduciary Management in Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF).* Retrieved from http://www.equitybd.org/images/stories/campaign_event/Press%20conference%2010052012/English%20Position_WB%20and%20BCCRF_for%2010th%20May%20press%20conf.pdf

ERD. (2012). *About ERD.* Retrieved 2012, from http://www.erd.gov.bd/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1&Itemid=229

FSF (2011). Retrieved January 2nd January, 2012, from www.climatefundupdates.org, www.faststartfinance.org/recipient_country/bangladesh.

GCCA. (2012). *The Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF).* Retrieved from http://www.gcca.eu/national-programmes/asia/gcca-bangladesh-climate-change-resilience-fund-bccrf

GEF. (2012). *GEF Structure and Stakeholders.* Retrieved 2012, from http://www.thegef.org/gef/gef_structure

Hedger, M. (2011). *Climate Finance in Bangladesh: Lessons for Development Cooperation and Climate Finance at National Level.* Institute of Development Studies.

Hedger, M., Lee, J., Islam, N. K., Islam, T., Khondkher, R., & Rahman, S. (2012). *Bangladesh Climate Public Expenditure and Institutional Review.* Dhaka: Government of the People's Republic of Bangladesh; Planning Commission, General Economics Division.

http://maplecroft.com/about/news/ccvi.html . (n.d.).

IMED. (2012). *Implementation Monitoring and Evaluation Division*. Retrieved 2012, from http://www.imed.gov.bd/index.php?option=com_content&task=view&id=270&Itemid=1

Maplecroft. (2010). *Maplecroft; Global Risk Analytics*. Retrieved June 13, 2012, from http://maplecroft.com/about/news/ccvi.html

MoEF. (2014). *Bangladesh Climate Change Trust.* Retrieved 2014, from http://www.moef.gov.bd/Climate%20Change%20Unit/Approved%20Project%20-Update%20Up%20to%20April2013.pdf

MoEF. (2013). *Bangladesh Climate Change Trust.* Retrieved 2013, from http://www.moef.gov.bd/Climate%20Change%20Unit/Approved%20Project%20-Update%20Up%20to%20April2013.pdf

MoEF. (2011). *Bangladesh Climate Change Trust.* Retrieved August 2012, from http://www.moef.gov.bd/html/climate%20change%20unit/IMG.pdf

MoEF. (2012, March 27). *Guideline for preparing project proposal, approval, amendment, implementation, fund release and fund use for government, semi-government and autonomous organizations under the Cliamte Change Trust Fund.* Retrieved June 25, 2014, from http://www.moef.gov.bd/Climate%20Change%20Unit/Government%20Gazettes%20Climate%20Change%20Trust%20Fund%2023-02-2010.pdf

OCAG. (2012). *Office of the Comptroller and Auditor General*. Retrieved 2012, from http://www.cagbd.org/in.php?cp=intro

OCAG. (2000). *Standards, Manuals and Guidelines*. Retrieved 2012, from http://www.cag.org.bd/methodology/civil_audit_manual_E/Chapter-1CivilAuditDirectorate.pdf

ODI. (2010). *A transparency agreement for international climate finance– addressing the trust deficit.* Retrieved 2012, from https://seors.unfccc.int/seors/attachments/get_attachment?code=JU0D24ROXW59ZD06OOBJMJL6G76RXB85

PKSF. (2013). *Community Climate Change Project (CCCP)*. Retrieved 2013, from http://www.pksf-cccp-bd.org/

http://www.twn.my/title2/climate/info.service/2014/cc140701.htm

TI Bangladesh. (2012). *Challenges in Climate Finance Governance and the Way Out.* Retrieved July 2012, from http://www.ti-bangladesh.org/files/CFG-Assesment_Working_Paper_english.pdf

White, S. C. (1999). NGOs, Civil Society, and the State in Bangladesh:The Politics of Representing the Poor. *Development and Change* , 307-326.

PKSF. (2012). List provided by PKSF under Right to Information (RTI) Law.

UNFCCC. (2013). Retrieved June 12, 2013, from http://www3.unfccc.int/pls/apex/wwv_flow_file_mgr.get_file?p_security_group_id=1090408772142046&p_flow_id=116&p_fname=JPN_Annex_2012.pdf

UNFCCC. (2013). *Climate finance*. Retrieved 2013, from http://unfccc.int/focus/finance/items/7001.php#intro

UNFCCC. (2011). *Green Climate Fund- report of the Transitional Committee*. Retrieved 2013, from http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/cop17_gcf.pdf

https://unfccc.int/parties_and_observers/items/2704.php

World Bank. (2012). *Bangladesh Climate Change Resilience (BCCRF); Annual Report 2011.* World Bank.

World Bank. (2012). *World Bank*. Retrieved March 2012, from http://siteresources.worldbank.org/BANGLADESHEXTN/Resources/295759-1312851106827/ClimageFundOnePager.pdf

http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/jun/30/bangladesh-climate-change-loans

প্রবাহ চিত্র ১: আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়ন

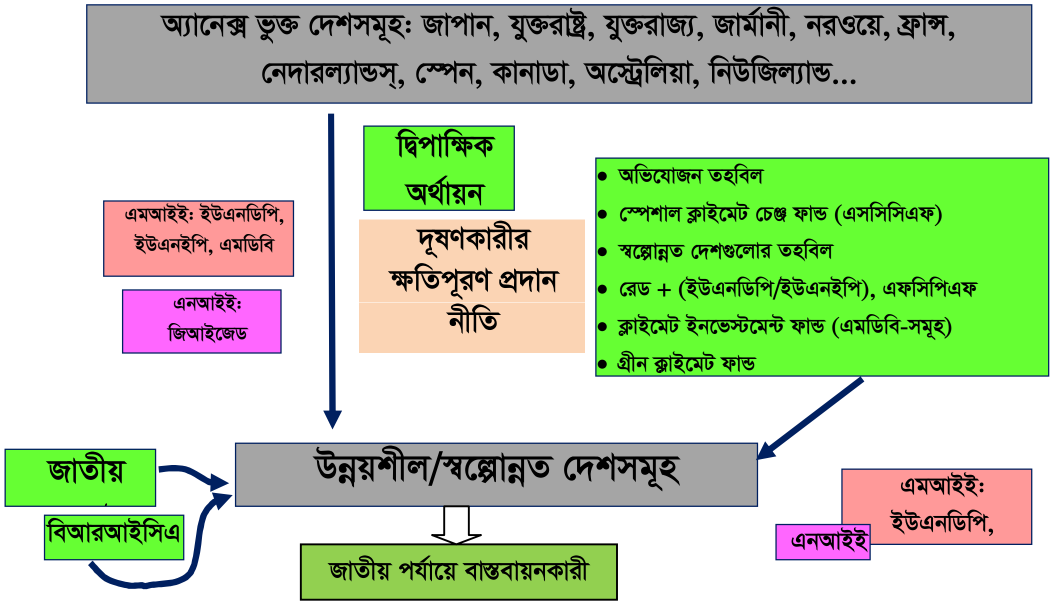

উৎস: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সচিবালয়, অক্টোবর ২০১২ থেকে সংগৃহীত

চিত্র ৩: সবুজ জলবায়ু তহবিল প্রদানে অগ্রগতি

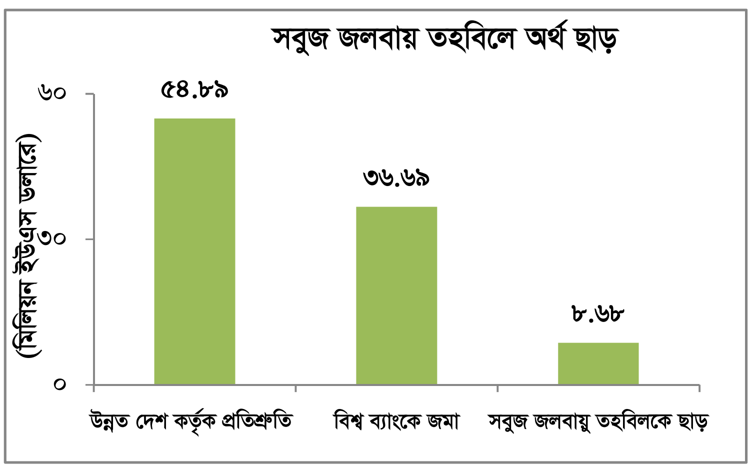

উৎস: জিসিএফ তহবিলের ওয়েবসাইট হতে ২৫ জুন ২০১৪ এ সংগৃহীত

সংযুক্তি ১: জলবায়ু অর্থায়নে সংশ্লিষ্ট প্রধান ভূমিকা পালনকারী

তহবিলের ধরন	তহবিলের উৎস ও তহবিল ছাড়	সমন্বয়	প্রকল্প বাছাই এবং অনুমোদন	তহবিল বাস্তবায়ন	তদারকি, নিরীক্ষা/ মূল্যায়ন
বিসিসিটিএফ	বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব তহবিল	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, (বিসিসিটি), অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, পিকেএসএফ (এনজিও/বেসরকারি)	সরকারি: ট্রাস্টি বোর্ড, কারিগরি কমিটি, এনজিও/বেসরকারি: পিকেএসএফ, ট্রাস্টি বোর্ড	**সরকারি:** স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ, পানি সম্পদ, পরিবেশ ও বন, কৃষি, এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় বিশ্বব্যাংক (বিসিসিআরএফ)	▪ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ▪ বিসিসিটি (সরকারি এবং এনজিও প্রকল্প), ▪ আইএমইডি এবং সিএন্ডএজি কার্যালয় ▪ চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্ম ▪ তৃতীয় পক্ষ (বিসিসিআরএফ) ▪ পিকেএসএফ
বিসিসিআরএফ	অ্যানেক্স ভুক্ত উন্নত দেশসমূহ	বিশ্বব্যাংক, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, ইআরডি পিকেএসএফ (এনজিও/বেসরকারি)	সরকারি: পরিচালনা পরিষদ, ব্যবস্থাপনা কমিটি, বিশ্বব্যাংক, এনজিও/বেসরকারি: পিকেএসএফ	**এনজিও/বেসরকারি:** পিকেএসএফএর মাধ্যমে বিভিন্ন এনজিও	
পিপিসিআর	এডিবি, আইএফসি এবং বিশ্ববাংকের মাধ্যমে উন্নত দেশ কর্তৃক প্রদত্ত	তহবিল দাতা দেশ, বিশ্বব্যাংক, ইআরডি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সিআইএফ ইউনিট, বিশ্বব্যাংক, পিপিসিআর উপ-কমিটি	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, কৃষি ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়	▪ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ▪ বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য বহুপাক্ষিক ব্যাংক ▪ আইএমইডি এবং সিএন্ডএজি কার্যালয় ▪ চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্ম
জিইএফ	জিইএফ ট্রাস্ট ফান্ড	ইউএনডিপি, ইউএনইপি, বিশ্বব্যাংক /এমডিবি, বাস্তবয়নকারী সংস্থা	জিইএফ কাউন্সিল	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	
এলডিসিএফ	অ্যানেক্স ভুক্ত উন্নত দেশসমূহ	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, জিইএফ, ইউএনডিপি	এলডিসিএফ কাউন্সিল	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ইউএনডিপি	

উৎস: টিআইবি গবেষণা, ২০১৩

সংযুক্তি ২: তহবিল ভিত্তিক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের তহবিল প্রাপ্তি

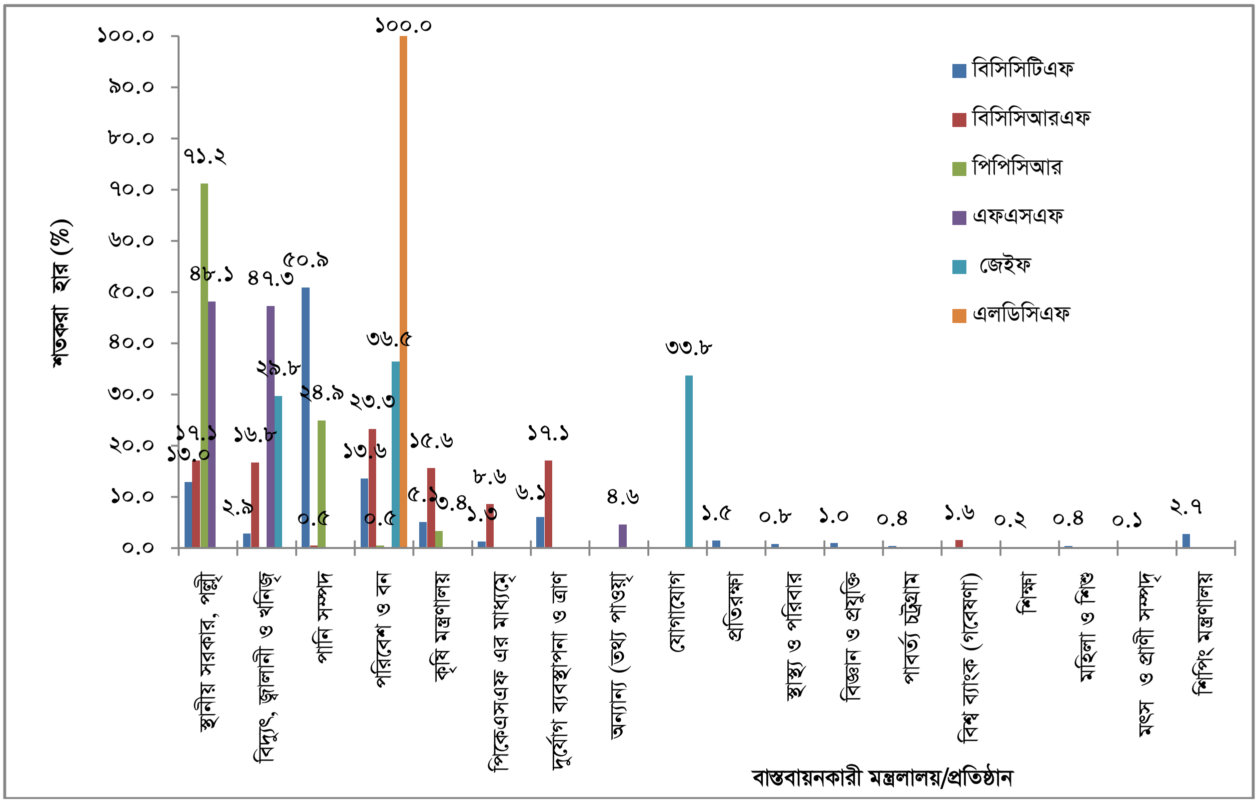

উৎস: টিআইবি, ২০১৩

সংযুক্তি ৩: বিসিসিটিএফ প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা মানচিত্র [21]

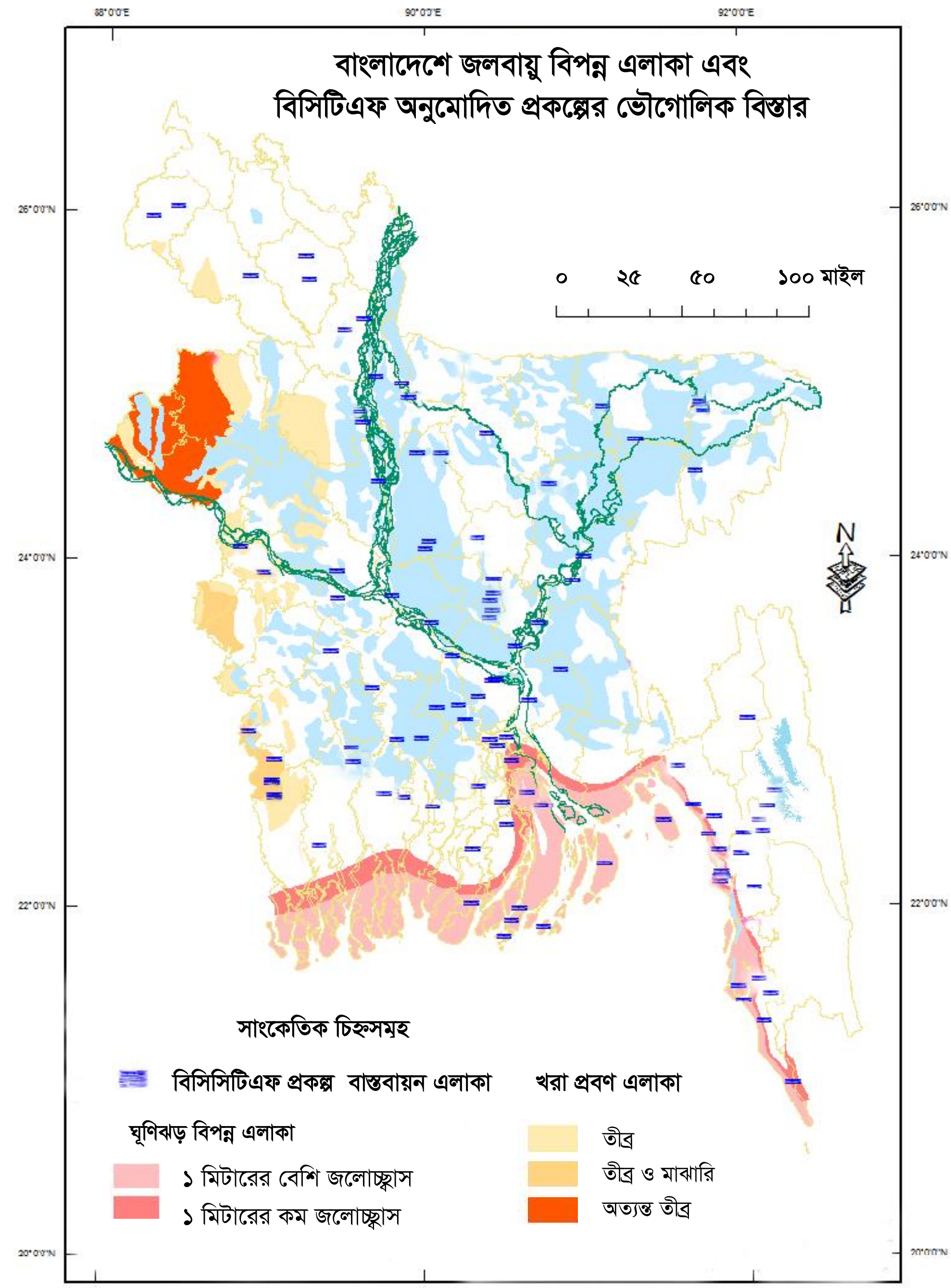

উৎস: টিআইবি, ২০১৩

[21] মানচিত্রে জুন ২০১৩ পর্যন্ত বিসিসিটিএফ তহবিলে বরাদ্দকৃত ১৩৯টি প্রকল্পের মধ্যে ১১২টি প্রকল্পের ভৌগোলিক অবস্থান দেখানো হয়েছে

সংযুক্তি ৪: জলবায়ু অর্থায়ন কমিশন/কর্তৃপক্ষ: প্রস্তাবিত ধারণা